CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 September, 2019 ■ আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২২ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশেষ ক্ষমতা বহনকারী ৩৭১ ধারা ও এর সব উপধারা বহাল থাকবে পূর্বোত্তরে ঃ অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বলবৎ বিশেষ ক্ষমতা বহনকারী ৩৭১ এবং এর সব উপধারা যথারীতি বহাল থাকবে। এই ধারাকে বিজেপি সরকার সম্মান করে। তাই এই অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রশ্নই ওঠে না। দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'মহাভারতের যুগে বভ্রুবাহনই হোন বা ঘোটৎকচ, দুজনেই ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। অর্জুনের বিয়েও হয়েছিল মণিপুরে। শ্রীকৃষ্ণের নাতিও বিয়ে করেছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেয়েকে। তাই এই অঞ্চলকে বিকশিত করা মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম লক্ষ্য।'

মন্ত্রী বলেন, 'আগে উত্তরপূর্বের পরিচয় ছিল সন্ত্রাসবাদ, সীমা বিবাদে জর্জরিত এক অঞ্চল। আজ সেই পরিচয় বিস্মৃত হয়েছেন দেশের মানুষ। উত্তরপূর্ব এখন বিকাশিত অঞ্চল বলে পরিচিত।' বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে উত্তরপূর্ব পরিষদ (নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল বা এনইসি)-এর ৬৮-তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (প্ল্যানারি সেশন) ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহ।

অমিত শাহ ঘোষণা করেন, এনইসি বরাদ্দকৃত মোট তহবিলের ৩০ শতাংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রাধিকার এলাকা এবং সমাজের পশ্চাদপদ শ্রেণিভুক্ত মানুষের উন্নয়নে খরচ করা হবে। ভারতরত্ন ভূপেন হাজরিকার প্রসঙ্গ টেনে ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের রূপরেখা নির্ণয় করতে আঞ্চলিক পরিকল্পনা গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে রোডম্যাপ প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ভাষণ প্রদান করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আজকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জম্মু-কাশ্মীরের ওপর বলবৎ ৩৭০ ধারা বাতিল করায উদ্ভূত শঙ্কার প্রসঙ্গ টেনে শাহ বলেন, '৩৭০ ধারা একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। এই ধারা বাতিল করে দেওয়ায় জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়ন তেজি ঘোড়ার মতো ছুটবে,' বলেন শাহ। তিনি বলেন, সংবিধানের ৩৭১-এ (নাগাল্যান্ড), ৩৭১-বি (অসম), ৩৭১-সি (মণিপুর), ৩৭১-এফ (সিকিম), ৩৭১-জি (মিজোরাম), ৩৭১-এইচ (অরুণাচল প্রদেশ) ধারাগুলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে জম্মু ও কাশ্মীরের মতোই বিশেষ অধিকার দিয়ে আসছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের সুরক্ষার জন্য এই অঞ্চল অতি গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি মিনি ভারতও বটে। সত্যিকারের অর্থে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের ইঞ্জিন, ভাষণে বলেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া ভারতের বিকাশ কখনও সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, দীর্ঘ ৭০ বছরের চেয়ে গত পাঁচ বছরে উত্তরপূর্বের বেশি উন্নয়ন হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সমগ্র উত্তরপূর্বের সব রাজ্যকে রেলের এক সূত্রে বেঁধে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অমিত শাহ আজ তাঁর ভাষণ শুরু করেছেন ভারতরত্ন প্রয়াত ভূপেন হাজরিকাকে স্মরণ করে। প্রয়াত ভূপেন হাজরিকার আজ জন্মদিন। এমন একটি শুভ দিনে এনইসি-র অধিবেশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর জেলায় জুয়ার রমরমা পুলিশে জালে দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়ও নেশা কারবারী ও জুয়ারিরা তাদের ব্যবসা চাঙ্গা করতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। ফলে আরক্ষা প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুঘীন হচ্ছে। তীর নামক জুয়া খেলা অবাদে চললেও তাদেরকে নথিপত্র সহ আটক করা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর।

অনলাইন পদ্ধতিতে এই খেলার ফলাফল জানা যায় একটি চক্রের মাধ্যমে। এই চক্রকে জালে তোলাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের জালে আটক কুখ্যাত এক তীরের এজেন্ট সহ তীর খেলায় যুক্ত আরও এক যুবক। তাদের কাছ থেকে ৭০০ টাকা, একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সহ বেশকিছু তীর খেলার কাগজপত্র উদ্ধার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

ধৃতদের নাম অভিজিৎ কর্মকার ও পিকি নাথ চৌধুরী। তবে বর্তমান যুগে আধুনিকতার ফলে তীর খেলার এজেন্ট সহ তীর খেলায় যুক্ত যুবকদের পাকড়াও করাটা পুলিশের কাছে কিছুটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের বর্তমান সরকার জনবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস দল। ক্ষমতায় আসার আগে তারা জনকল্যাণে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতায় এলে তারা জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে বাণিজ্যিক নীতি গ্রহণ করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস দল।

রাজ্য সরকার সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কি প্রথা কার্যকর করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কংগ্রেস দল। রাজ্য সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত তীব্র জনবিরোধী সিদ্ধান্ত বলে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অভিহিত করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেবার জন্য কংগ্রেস দল প্রথম পর্যায়ে জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করবে। তারপরও যদি সরকার এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নেয় তাহলে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে বাণিজিকিকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা নেবার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা কি হিসেবে দিতে হবে। অক্সিজেন নিতে গেলেও টাকা দিতে হবে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে যেসব যন্ত্রপাতিই নেই সেইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার মূল্যও মূল্য তালিকায় দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যে যেসব স্বাস্থ্য পরিষেবা চলেছে সেগুলির উপরও রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করে টাকা আদায়ের কৌশল নিয়েছে। এ ব্যাপারে সুবলবাবু বেশকিছু তথ্যও সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেছেন।

রাজ্যে জুবেনাইল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জুবেনাইল সরকার চলছে বলেওউল্লেখ করেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। সরকার সামাজিক ন্যূনতম দায়বদ্ধতা পালন করতে দিচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্য সরকার অবিলম্বে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে প্লাস্টিক মুক্ত অভিযানের সূচনা মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। বর্তমান সময়ে নিত্যদিনের নানা কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের মধ্য সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবার উদ্যোগী হল ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি-র মহিলা মোর্চা।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করার জন্য মহিলা মোর্চার নেত্রী-কার্যকর্তীরা আজ রবিবার বিকেলে আগরতলা পুর নিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রথম অভিযান শুরু করে। এদিন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্তের নেতৃত্বে অন্যান্য মহিলারা প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক দিক সংবলিত প্ল্যা-কার্ড ও ব্যানার হাতে নিয়ে এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান। সেই সঙ্গে মশার বৃদ্ধি যাতে বন্ধ করা যায় এই বিষয়েও সচেতনতা অভিযান চালান তাঁরা। প্রতিটি বাড়িতে এক টুকরো করে মশারির নেট ও ফেলে দেওয়া ডাবের খোলসের মধ্যে লাগানো চারা গাছ দেন।

এ বিষয়ে সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্লাস্টিক মুক্ত ভারতের ডাক দিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপাচার্যের আর্থিক কেলেঙ্কারি ইস্যুতে সরব শাসক ও বিরোধী ছাত্র সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য পদত্যাগী উপাচার্য বিজয়কুমার লক্ষ্মীকান্ত রাও (ভিএল) ধারুরকরের আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত সিবিআই-কে দিয়ে করানোর দাবি করল কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। এনএসইউআই-এর ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উপ-সভাপতি সম্রাট রায় দাবি করেন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এক ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। এই ঘটনার দায়ে তাঁকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করে এর তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে দিতে হবে, দাবি সম্রাটের।

সম্রাট রায় দাবি বলেন, যদি তাঁকে গ্রেফতার না করা হয় তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন। এর জন্য রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে দায়ী থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর দাবি দ্রুত উপাচার্যকে গ্রেফতার করে এর তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দেওয়া হোক।

উপাচার্যের দুর্নীতির অভিযোগ এবং পদত্যাগের ইস্যুতে সরব হয়েছে ছাত্র সংগঠন এবিভিপিও। সংগঠনের ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে বাড়ছে চুরি উদ্বিগ্ন জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ সেপ্টেম্বর ।। উদয়পুর শহরে ফের রাতের আধারে নিশিকুটুম্বদের হানা। শনিবার রাতে উদয়পুরের রাজারবাগের একটি রাবার এর দোকান থেকে সাঁটার ভেঙে ছয় লক্ষাধিক টাকার রাবার সিট চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। রবিবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়।

পুলিশ পুরো ঘটনাটি তদন্ত করছে। উদয়পুর শহরে চোরের উপদ্রব বাড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছেন জনগণ। মন্দির নগরী উদয়পুরে চোরের দৌরাত্ম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্দির নগরী এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মন্দির নগরী একসময় শান্তির নগরী হিসেবেই পরিচিত ছিল।

ক্রমেই সেই শান্তি বিঘ্নিত হয়ে চোর, ছিনতাইকারী, সমাজদ্রোহী, মদ্যপ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম নগরীতে পরিণত হয়েছে মন্দির নগরী উদয়পুর। তাতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন মন্দির নগরী এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। মন্দির নগরীর একটি বিশেষ ঐতিহ্যও রয়েছে। এই নগরীতে বিশেষ করে মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির থাকায় দেশ-বিদেশের বহু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। ফলে নগরীর নিরাপত্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শারদোৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। শারদোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রবিবার আগরতলায় আরক্ষা প্রশাসন, ট্রাফিক পুলিশ, জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন সহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, ট্রাফিক পুলিশ সুপার, জেলা পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার উপর প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পূজা উদ্যোক্তারা প্যান্ডেল তৈরির ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে কাজ করছেন কিনা তাও খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পলিথিন মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে পলিব্যাগ বিরোধী ব্যাপক প্রচার অভিযানের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টও বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখবে। এজন্য একটি পর্যবেক্ষক দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে। ট্রাফিক পুলিশ সুপার জানান, পুজার দিনগুলিতে যানজট সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক একত্রিকরণ ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে ঃ হেগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন আগরতলা সুপারীবাগানস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি মিলনায়তনে রবিবার সকাল ১১ টায় শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক আব্দুল সঈদ খান। প্রধান বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক গণপতি হেগড়ে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করে আব্দুল সৈয়দ খাঁন অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ব্যাঙ্ক একত্রিকরণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এর ফলে অনেক ব্যাঙ্ক কর্মচারী অবিলম্বে উদ্বৃত্ত ঘোষণা হবে, যা ব্যাঙ্ক শিল্পে এক ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে। গণপতি হেগড়ে তার বক্তব্যে সর্বভারতীয় অর্থনীতির বিপদ সম্মন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ব্যাঙ্কের ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী উনার ভাষণে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সব কাজকে প্রচারের আলোয় এনে সবসময় সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান। উনি ব্যাঙ্ক এর অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন ও সম্মেলনের সফলতা কামনা করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জানান, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রিটায়ার্ড কর্মচারীরা সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করে চলেছেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও অবসরপ্রাপ্তদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ইতিমধ্যেই তাদের পেনশনের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। ছোট খাটো অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্যও কাজ চলেছে। অবসরপ্রাপ্তরাও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উন্নয়নের কাজ করবেন বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শীর্ষস্থান দখল করেছে। এক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তদের সহযোগিতাও যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান কুশল গুপ্ত। সম্মেলনে ১৮৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় পলিব্যাগ বিরোধী অভিযান, জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের পক্ষ থেকে পুর এলাকাকে পলিব্যাগ মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে সফল রূপ দেওয়ার জন্য তেলিয়ামুড়া বাজারে পলিব্যাগ বিরোধী অভিযান চালানো হয়। তেলিয়ামুড়া বাজারে পলিব্যাগ বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে একাংশ ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। পলিব্যাগ বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের।

এ ধরনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। এ ধরনের ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। জানা গেছে, তেলিয়ামুড়ায় পলিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করার সময় দুই ব্যবসায়ী জরিমানা না দেওয়াতে তাদের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাছাড় পুলিশের জালে চার বাংলাদেশি বাজেয়াপ্ত বহু অবৈধ ও আপত্তিকর নথি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। কাছাড় পুলিশের জালে পড়েছে চার বাংলাদেশি। ধৃত চার ব্যক্তি বাংলাদেশের

গোপালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। তাদের নান রিপন খান (৩২), মহাম্দ আসাদ-উদ জামান (৩৯), সুমন ফকির (৩০) এবং জামাল মুন্সি। এছাড়া এক জন পালিয়ে গেছে। তার নাম নাম কবির মহম্মদ সরদার।

পুলিশের তথ্য, এরা সবাই বৈধ পাসপোর্ট নিয় ভারতে প্রবেশ করেছে। তাই বিদেশি তকমা লাগানো যাবে না। তাদের ধরা হয়েছে সৌদি আরবের টাকা দেখিয়ে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছ থেকে অর্থ লুটের অভিযোগের ভিত্তিতে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা ২০১৬ সাল থেকে ভারতে পায়ই যাতায়াত করছে। প্রতি দু মাসে একবার ভারতের ভিসা নিয়ে আসা-যাওয়া করে এরা। তাদের আস্তানা ছিল শিলচরের রাঙ্গিরখাড়ি এলাকায় মনসা হোটেল। পাঁচ দলের চারজনকে ধরতে পেরেছে পুলিশ।

পুলিশের বক্তব্য, এই চক্রটি গ্রামের মানুষকে অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ লোপাট করতো। ধৃতরা সাধারণ মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে পরিচিতি দিয়ে সময় সময় বিভিন্ন কোম্পানির সিম ব্যবহার করত। পুলিশ তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, এটিএম কার্ড ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছে। সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে কিছু জাল আরবি নোট, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন জাল নথিপত্র। তাদের সূত্র ধরে অনেক বিষয়ের তথ্য ফাঁস করতে পারবে বলে ধারণা করছে পুলিশে।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতের দু'লক্ষ টাকা দিলে সৌদি আরবের এক লক্ষ রিয়াল পাইয়ে দেয় তারা। কারণ এক লক্ষ সৌদি রিয়ালের ভারতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩২৭ ▫ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২২ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

জলের হাহাকার অশনি সংকেত

পরিবেশ দূষণের কবলে পড়িয়া গোটা বিশ্ব হাহাকারে হাবুডুবু খাইতেছে। উষ্ণায়ন গোটা বিশ্বকে অশনি সংকেত শোনাইতে শুরু করিয়াছে। জল সংকট চরম আকার ধারণ করিতে শুরু করিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, জলের অন্য নাম জীবন। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও হাজার হাজার ভারতবাসী সেই জীবনের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। কিন্তু এমন হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, এ দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হত এবং ভারতে অনেক নদী আছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের জল হইতেই চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল। আর প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার তো ছিলই। কিন্তু আমরা এক দিকে, সবার জন্য জলের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেই পারিলাম না। অন্যদিকে, এমন ভাবে জলের ব্যবহার করিলাম যে সামনের প্রজন্ম নিদারুণ সঙ্কটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কৃষি ও শিল্পের ক্রমবিকাশের ফলেও জলের চাহিদা তৈরি হইয়াছে। জল ব্যবহারের দিক হইতে কৃষি আগাইয়া থাকিলেও শিল্পও খুব একটা পিছাইয়া নাই। বিশেষজ্ঞেরা জানাইয়াছেন, এক জন গ্রামবাসী ও এক জন শহরবাসীর দৈনন্দিন জলের চাহিদার মধ্যে এখন খুব একটা ফারাক নাই। তবে শহরে জলের চাহিদা ও অপচয় দু'টিই ক্রমশ বাড়িতেছে। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। এই দেশের ২৪টি নদী উপত্যকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা রাজ্য। আবার বেশ কয়েকটি নদী একাধিক দেশের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হইয়াছে। আবহমান কাল ধরিয়া এগুলি জলের প্রধান উৎস। ইহাদের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারও পুষ্ট হইয়াছে। তবে যেখানে বৃষ্টিপাত কম, সেই ভাবে নদী নাই সেখানে জলের সঙ্কট ছিলই। ছবিটা যে এখনও বিশেষ বদলায় নাই তা বলা যায় না। কিন্তু এখন জল সঙ্কটপ্রবণ মানচিত্রে জুড়ে গিয়াছে এমন বেশ কয়েকটি শহর যেখানে আগে সঙ্কটের কথা ভাবাও যায়নি, যেমন চেন্নাই। নীতি আয়োগের পরিসংখ্যানই বলিতেছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের বেশ কিছু শহর জলের অভাবে মানুষের বসবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু শুধু শহর নয়, সঙ্কট ছড়িয়ে পড়িতেছে গ্রামেও। যেমন, মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু কৃষিপ্রধান এলাকায় জলের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। জলের সন্ধানে মাইলের পর মাইল হাঁটিতে হইতেছে। এলাকায় জলের জোগান দিতে ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ করিতে হইতেছে। আসলে আমরা গোড়ায় গলদ করিয়া ফেলিয়াছি। ভূপৃষ্ঠের জলের ঠিকমতো ব্যবহারের উপরে জোর না দিয়াছি ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের উপরে জোর দিয়াছি। পাম্পের ব্যবহার করে সহজে মাটির জল তুলিতে শুরু করিয়াছি। এতে এক দিকে, ভূগর্ভস্ত জলস্তর নীচে নামিতেছে, অন্য দিকে পাল্লা দিয়ে বাড়িতেছে দূষণের আশঙ্কাও। আর্সেনিক ও ফ্লুরিনঘটিত নানা যৌগ (যেমন, আর্সেনাইড, ফ্লুওরাইড প্রভৃতি) জলে মিশ্রিত অবস্থায় উঠিয়া আসিতেছে। তাহা সরাসরি শরীরে প্রবেশ করিয়া নানা অসুখের কারণ হইয়া উঠিতেছে। পাশাপাশি, কৃষিক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এই ভূগর্ভস্থ জলই ব্যবহার করা হইতেছে। অনেকের মতে, সবুজ বিপ্লবের হাত ধরিয়া কৃষিক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বাড়িয়াছে। ফসলের মধ্যে দিয়ে এগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। এর মধ্যেই আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়িতেছে দেশের ৮৬টি জেলার মানুষ। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েলগুলিতেও জল মিলিতেছে না। সব মিলাইয়া সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। জলের অপচয়ের পাশাপাশি, মাটির উপরিতলকে ক্রমে কংক্রিটের আস্তরণে ঢাকিয়া ফেলা হইতেছে। পুকুরের মতো জলাশয়গুলিকে পর পর বুজিয়ে ফেলায় সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারপুষ্ট হওয়ার পথে বাধা তৈরি হইয়াছে। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে ভূগর্ভে পৌঁছাইতে পারিতেছে না। ফলে সেই জলের ভাণ্ডার কমিয়া চলিতেছে। ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারকে মজবুত করিতে হইলে গাছের সংখ্যা বাড়ানোও একান্ত প্রয়োজন। ভারত-সহ সারা বিশ্বের পরিসংখ্যান বলিতেছে অরণ্যও ক্রমেই কমিতেছে। ফলে আশার আলো নিভিয়া আসিতেছে। এখন থেকেই সর্তক না হইলে জল সঙ্কট যে গোটা বিশ্বকেই বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাহাতে মানব সভ্যতা ও জীব জগত ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে।

ঝাড়গ্রামে দিদিকে বলো কর্মসূচি করলেন তৃণমুলের সভাপতি

ঝাড়্গাম, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দিদিকে বলো কর্মসুচিতে জেলা যুব তৃণমুল কংগ্রেস কর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যর শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরেই ঝাড়্গাম জেলা যুব তৃণমুলের সভাপতি দিদিকে বলো কর্মসুচি করতে কোমর বেঁধ ময়দানে নেমে পড়েছেন ঝাড়্গাম জেলা যুব তৃণমুলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা। শুক্রবার ঝাড়্গাম জেলার বিনপুর এক ব্লকের লালগড় পার্টি অফিসে যায়। সেখান দলীয় কর্মীদের নিয়ে আলাপ আলোচনার পর বিনপুরের কুইগ্রামে দিদিকে বলো কর্মসুচি করেন।

এদিন দিদিকে বলো কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম কোর কমিটির সদস্য তথা দিদিকে বলো কর্মসুচিতে দায়িত্ব পাওয়া ধনঞ্জয় রায়, বিনপুর এক ব্লকের ব্লক সভাপতি শ্যামল মাহাত, বিনপুর এক ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরিতোষ মন্ডল, সহ সভাপতি রায় সেন হেম্ব্রম সহ একাধিক নেতৃত্ব। গ্রামে গিয়ে সাধারন মানুষজনের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে তাদের অভাব অভিযোগ জানার চেষ্টা করেন তৃণমুলের নেতা কর্মীরা। জানা গিয়েছে এদিন মুলত রাস্তা, বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি বানানোর, গ্রামের স্কুলের প্রাচীর তৈরীর কথা জানান গ্রামের মানুষজনেরা। বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ গুলি তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করেন দলীয় কর্মীরা। তাদের এই অভাব অভিযোগ গুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে দেওয়া হবে বলেও নেতাকর্মীরা বাসিন্দাদের জানিয়ে দেন।

এদিন দুপুরে দলীয় কর্মীর বাড়িতে দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। তবে মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই জেলা যুব সভাপতি কুই গ্রাম থেকে সোজা গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের শাশড়া গ্রামে চলে যান সেখানেও দিদিকে কর্মসুচিতে যোগ দেন যুব জেলা সভাপতি দেবনাথ বাবু। এদিন জেলা যুব সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন, ' রাজ্য থেকে নির্দেশে পাওয়ার পরেই গোটা জেলা জুড়ে দিদিকে বল কর্মসুচি করে করেছে যুব তৃণমুলের কর্মী সমর্থকেরা। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে পৌছে গিয়ে তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ গুলিকে শুনে নোট করে নিচ্ছি। পরে সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ' উল্লেখ্য দিদিকে বলো কর্মসুচি জেলা জুড়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

চোর সন্দেহে মহিলাকে নগ্ন করে মার হরিয়ানা পুলিশের নোটিশ দিল মহিলা কমিশন

গুরুগ্রাম, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : চোর সন্দেহে ৩০ বছর বয়সী মহিলাকে নগ্ন করে হরিয়ানা পুলিশের মারের ঘটনায় শুক্রবার গুরুগ্রামের পুলিশ কমিশনারকে নোটিশ দিল জাতীয় মহিলা কমিশন। ঘটনার সময় কর্মরত এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ওই মহিলাকে নগ্ন করে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে ডিএলএফ ফেজ -১ থানায়। অভিযোগ, থানায় চোর সন্দেহে এক ৩০ বছর বয়সী মহিলাকে নগ্ন করে মারধর করে পুলিশকর্মীরা। ঘটনায় এর আগে নোটিশ পাঠিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এদিন গুরুগ্রামের পুলিশ কমিশনারকে নোটিশ দিল জাতীয় মহিলা কমিশন। গুরুগ্রামের পুলিশ প্রধান এই ঘটনার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছেন। এসএইচও সহ চার পুলিশ সদস্যকে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়েছে বলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে।

আ মরিবাগানবালা ২

নবনীতা দেব সেন

আগেও আমাদের বাড়িতে এক মোরগ স্যর আর তাঁর দুই মুরগি ম্যাডাম ছিলেন। বলে দিতে হয় না, দেখলেই বোঝা যেত, স্যরের নাম নবাব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দুই বেগম ছিল তাঁর ---আয়লা বেগম আর কালুয়া বেগম। বেগম তো, তাই ওঁরা কেউ ডিম দিতেন না। আমাদের মেমবিবি কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছেমতন যেখানে -সেখানে ডিম পেড়ে আসেন। মাঝে মাঝে আমরা পাই, আর বেশির ভাগ সময়ই ভামেরা পায়। হ্যাঁ, ভাম। হিন্দুস্থান পার্কে এখন প্রায় জমি নেই, বাগান নেই। কিন্তু বুনো ভামের রাজত্ব চলছে। আমার এই আশি বছরে এ তল্লাটে আমরা ভাম দেখিনি। কেবল কিছু স্বাধীনচেতা বেড়া, কুকুর, আর পাখাপাখালি। মাঝে মাঝে আমাদের রাস্তায় সগর্জনে পায়ের ধুলো দিতেন মহাদেবের বিশাল দেহ স্বাধীন ষাঁড়। বিপুল বপু দেখে, আর বজ্রগর্জনে শুনে, ভয়ভক্তি হবেই। আজকাল আর আসেন না। আর ছেলেবেলায় লেকের ওপারের ঝোপজঙ্গল থেকে নিয়মিত সন্ধে দেওয়ার ডাক আসতে, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, সন্ধে দিয়া? সন্ধে দিয়া?

সাহেব-বিবির আকুল টানে ভাম 'ভালো-বাসা' এ আসে রোজ রাতে। ছাদে ওঁদের না পেয়ে রাগ করে ঝরনার ঠাকুরের আসন থেকে কলাটা খেয়ে পালায়। একদিন ভীষণ চিৎকার শুনে মাঝরাতে ছাদে গিয়ে আলো জ্বেলে কানাই দ্যাখে, ইয়া লম্বা কালো লেজ নিয়ে ভাম পালাচ্ছে। চারিদিকে ছেঁড়া লোম আর ছেঁড়া পালক পড়ে। সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। বোঝা যাচ্ছে, সাহেবরে সঙ্গ ভামের রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছে। বিবি খাঁচার কোণে জড়সড়। মোরগ বলেই ভামের সঙ্গে লড়াই করে সাহেব বেঁচেছেন, বিবিকে ধরলে তিনি ঠিক মরে যেতেন। তারপরে মাস দুয়েক সাহেবের গলা দিয়ে স্বর বেরত না। একদিন আস্তে আস্তে আবার তাঁর হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। আমরা কেউ কিন্তু ছেলেবেলায় হিন্দুস্থান পার্কে ভাম দেখিনি বাপু। তখন প্রত্যেক বাড়িতেই এক একটি পরিবারের বাস। একটু না একটু বাগান ছিলই, উঠোন ছিল। শান্তি ছিল, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা ছিল। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলতুম, অনায়াসে এ বাড়ি -ও বাড়ি ঢুকে আলনার আড়ালে আলমারির কোণে ঢুকে লুকোচুরি খেলতুম। কেউ কিছু বলত না। বইপত্তর, রান্নাবান্নার লেনদেনও ছিল। এখনকার এই কাঠখোট্টা ইট-পাথরের প্রাসাদওয়ালা পরস্পর অপরিচিতি বাসিন্দাদের বস্তি ছিল না। হিন্দুস্থন পার্ক। এখন আমরা সর্বভারতীয়। তখন ছিল মোটের ওপর বাঙালি পাড়া। পাড়ার সবাই সবাইকে চিনত। বাড়িতে অন্তত একচিলতে বাগান ছিলই। সামনে হোক, পিছনে হোক। সেই বাগানে ফল ফুল ছিল, কাঠাবিড়ালী ছিল, প্রজাতির ছিল, শুঁয়োপোকা ছিল, ব্যাং ছিল, মৌমাছি ছিল, বোলতা, ছিল শেয়ালকাঁটা ছিল, চোরকাঁটা ছল, কিন্তু ফুটপাথে নরম সবুজ দূর্বাঘাস ছিল। সবুজ ঘাসে ভরা ট্রামলাইনে গরু চরত। তাই ট্রামের সামনে কাউক্যাচার নামে ঝুড়ি বাঁধা থাকত। আমার বন্ধু পুতুল অন্যমনস্ক হয়ে ট্রামলাইনে কুকুর চরাতে গিয়ে একবার সেই কাউক্যাচারে ধরা পড়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল (কুকুর চালু পার্টি, সে ছুটে পালিয়েছিল)। সেসব দিনে প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি বেঁচেও আমরা ভাম দেখিনি। আমাদের বাড়ির সামনে বলসাহেবের অপূর্ব দশ নাম্বার বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে সেই অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় রীতিমতো ঘন লতাপাতায় গাছগাছালিতে বনজঙ্গল গড়ে উঠেছে। মিনি সুন্দরবন। বাঘের বদলে ভামেরা সেইখানে সপরিবার রাজ্যপাট করে। এবং খাজনা তুলতে বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়। আকার প্রকারে চুপিচুপি ঢুকে সব কাঁঠাল এঁচড়েই খেয়ে যাচ্ছে ভামেরা। কোনও দ্বারপাল তাদের আটকাতে পারে না। একজন দারোয়ান বলেছে, মিষ্টি মিষ্টি বামের ছানারা নাকি দশ নাম্বারেরওই জঙ্গলে খেলে বেড়ায়। আগেকার দিন হলে, আমার মেয়েরা নির্ঘাত বলত মা ভামের ছানা এনে দাও।, পুষব। রোজ রাত্তিরে উঠে হইচই করে ভাম তাড়ানো এক প্রাত্যহিক ব্যায়াম হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের। তাই সাহেব-বিবিকে আজকাল রাত্তিরে খাঁচায় না রেখে তারতলার শোয়ার ঘরের কলঘরে শুতে দিই। ভামের সেখানে প্রবেশের উপায় নেই। এত আদরের পরে সেই আহ্লাদী মোরগ সাহেব আর মুরগি বিবি কিনা গিয়ে আমাদের বাথটবের গমখেত, আলুখেত ধ্বংস করে দিলে গো। তারপরে বিবি একদিন উড়ে পালিয়ে গেলেন, না তাকে ভামে ধরে নিল---জানা যায়নি। ছাদে ভামে ধরার কোন চিহ্ন ছিল না। বিবির বিরহে সাহেব আবার কিছুদিন ডাকাডাকি বন্ধ করে শোকে মৌন হয়ে গিয়েছিলেন। এখন যথারীতি ফুসফুস ফুলিয়ে ভোরের কর্তব্য পালন করছেন পাড়ার প্রতি। ভোর ছ'টার অ্যালার্ম।

পুজোর সময় এ পাড়ায় খুব বিড় হয়, হিন্দুস্থান পার্কের পুজোর খুন নামডাক হয়েছে তো। বেশ কিছুদিন আগে একবার পুজোর সময় দ্যাখা গেল, ঠাকুর দ্যাখার পরেই লোকজন ওপরদিকে চেয়ে হাঁ করে আমাদের বাড়ি দেখছে। আমি খুশি হয়ে বললুম, 'দ্যাখ কানাই, সবাই কেমন আমাদের 'ভালো-বাসা' বাড়ি দেখছে। কানাই হেসে মাথা নেড়ে বলল, না দিদি আমাদের বাড়ি দেখছে না, ওরা কার্নিশের ওপরে নবাবের চলাফেরা দেখছে। ওর ডাক শুনেছে তো। কলকাতায় তেতলায় মোরগ তো কেউ দ্যাখেনি। সত্যিই তো, ওপরে চেয়ে দেখি, ঝান্ডার মতো করে লেজ দুলিয়ে সাত রঙের গলা ফুলিয়ে নবাব ঘুরে বেড়াচ্ছেন তেতলার কার্নিশে, আলো ঝলমমেল রাত্রে, মোরগদের পক্ষে ঘোর বেটাইমে, লোক দেখয়ে মাঝে মাঝেই সুন্দরকরে কোক্কর কোঁ করছেন। ঢাকের শব্দ থামলেই তিনি শ্রুতিগোচর হচ্ছেন রাতেরবেলার মোরগ ডাক কখনও শুনিনি। অত আলোয় কি নবাবের মনে হয়েছিল সকাল হচ্ছে? না অত মানুষ দেখে তাদেরইমপ্রেস করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর?

চিড়িয়াখানা থাক। এবার একটু অন্যরকম কথা, আমার ফলের বাগিচার সাতকাহন। প্রায় দশ বচ্ছর ধরে আমার দক্ষিণের বারান্দার বাগানে স্ট্রবেরি চাষ করেছিলুম একটা বেশ বড়সড় চ্যাপ্টা চৌকো গভীর প্র্যাক্টিকাল ক্লাসের কাচের সিঙ্কে। আমাদের মিনি স্ট্রবেরি ফিল্ড। লোনাভলায় ইন্দুদেরখেত থেকে চারাগুলো এনেছিলুম। চমৎকার ফলনশীল খেত হয়েছিল বারান্দায়, সাইজে ছোট ছোট, কিন্তু প্রচুর মিষ্টি স্ট্রবেরি ফলেছে বছরের পর বছর আমারা বারান্দার খেতে। বন্ধুদেরডেকে সগর্বে খাইয়েছিল ঘরের স্ট্রবেরি। মিষ্টি সুস্বাদু ফলগুলো যে খেয়েছে, সে-ই আমার বারান্দার খেতের গুণ গেয়েছে, সে-ই আমার বারান্দার খেতের গুণ গেয়েছে। খবরেরকাগজে তাদের ছবিও বেরিয়েছিল। কিন্তু একবার বাড়ি রং করার সময় অসাবধানিতে চুন-সিমেন্ট পড়ে আমার দু'টি অমূল্য ফলের চাষই জন্মের শোধ নষ্ট হয়ে গেল। এক, ওই মহামূল্য বারান্দার স্ট্রবেরি ফিল্ড, আরেকটা আমাদের চিনে কমলালেবুর গাছ। এটাও লোনাভলার ইন্দুর দেওয়া। কী মিষ্টি ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা হলুদ রঙের কমলালেবুতে খুদে সবুজ গাছটি ছেয়ে যেত, ঠিক যেন বড়দিনের রঙিন বাতিতে সাজানো ক্রিসমাস ট্রি। দেখতে মিষ্ট হলে কী হবে। খেত কিন্তু ফলগুলো প্রাণান্তকর ট-অ-ক। কোনও উপায়েই তাদের কাজে লাগানো যেত না, মন মন চিনি ঢেলে মার্মালেড বানিয়ে ফেলা ছাড়া। ঢেলে মারার পক্ষে সেটা দিব্যি জমত,বাড়ির ফলের মার্মালেড। থাকি তো তারতলা বাড়িতে জমি কই? এক ঋতুর ফলনে এক শিশি মার্মলেড। কানাইয়ের মতে, কমলালেবুগুলো ফুলের মতো অত চিনির খরচে আধডজন মার্মালেডের শিশি কেনা যাবে। কিন্তু কানাই, এটা তো আমাদের বারান্দার গাছের ফলের মার্মালেড টাকাপয়সা দিয়ে কি এর দাম হয়?

বীরভূমের এক গ্রাম থেকে এনেছিলুম মঞ্জরিত কলমের আমের চারা, একটা জালার মধ্যে তাকে পুঁতেছিলুম। মঞ্জরি থেকে কচি কচি খুদে আমও ধরল, আমাদের উত্তেজনা অসেষ বন্ধুদের ধরে ধরে এনে হবু আম দ্যাখাচ্ছি, তারপরে ফলসুদ্ধ গাছটা শুকিয়ে মরে গেল। কীসের দোষে কে জানে। শিবু বলল এত লোককে দ্যাখ্যাতে নেই দিদি। কার কখন নজর লেগে যায়। ফলগুলো আগে ফলুক।

খুব দুরাশা করে দু'বার অ্যাভোকাডো ফলের আঁটি পুঁতেছিলুম কানাই আর আমি মিলে বড় দেখে টবে। হাজার হোক বড় গাছ তো। একবার ব্যর্থ হলেও আরেকবার দিব্যি গাছ জন্মাল, হাতখানেক বড়ও হল, আমাদের আহ্বাদ দ্যাখে কে। হিন্দুস্থান পার্কে এবারে অ্যাভোকাডো ফলবে। এবারে আগেভাগে কাউকে দ্যাখাব না। তারপরে এক শুভক্ষণে রাস্তার ইঁদুরের পরিবার নালি বেয়ে ওপরে এসে ভালবেসে তার গোড়াটি কুটকুট করে কেটে দিয় গেল। স্বপ্ন শেষ (অনিতা বলবেন, ইঁদুরের কাজ ইঁদুর করেছে)। বালিগ---ঞ্জ সার্কুলার রোড জহর সেনগুপ্তর বাড়িতে মস্ত একটি বুড়ো অ্যাভোকাডো গাছ দেখেছিলুম। বাড়ির কাজের লোকেরা তাকে ফলের সম্মান দিত না, সব্জির সম্মানও না। ভালোবাসা-এ হায় আমও ফলল না, অ্যাবোকাডোও ফলানো গেল না। শুধুই প্রচুর আঁশফল ফলছে বিনা যত্নে। দেখি এরপর কোন দুরাশার চাষ করি। হাল ছেড়ে দিইনি। মণিপুরের আনারসের গাছের দিকে চেয়ে আছি। রাজকীয় দ্যাখাচ্ছে। ফল ধরুক না ধরুক, দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছে ঠিক একরকমের মেক্সিকান ক্যাকটাসের মতো। আর আমাদের পুকুরপাড়ের কলাগাছ? চমৎকার ফনিফনিয়ে বাড়ছে কচি কলাপাতার রং ছড়িয়ে। দ্যাখা যাক। তবে শুনেছি ওটা কাঁচকলার গাছ।

আমার দক্ষিণের বারান্দার পঠভূমিতে আছে সবুজের ছড়াছড়ি। ঠিক পুবে, জ্যোতিবাবুর নেই-বাড়ির পাশে আরেকটি কদমগাছ, ফুলে ছেয়ে যান ইনিও। দক্ষিণে বাঁদরলাঠি গাছ। ফুলের হলুদ বসন্ত রাস্তা ভরে দেয়। আমার বারান্দার উড়ো অতিথি এঁরা। পুবের কদমগাছের পিছনে সেই আদ্যিকালের বুড়ো নিমগাছ, তিনিও কী সুন্দর খইয়ের মতো নিমগাছ, তিনিও কী সুন্দর খইয়ের মতো নিমফুল ছড়ান ফুটপাতে। আমার ছেলেবেলায় মনে হত যেন তুষারপাত হয়েছে। তখনও তো তুষারপাত দেখিনি। আর আমাদের ছয় ঋতুর বসন্ত মাখা পাগলা কোকিলটা সারা বছর ওখান থেকেই আকুল হয়ে বসন্তকে ডাকে। থাকে নিমগাছে, লুকিয়ে ডাকে সারাক্ষণ। দিন জানে না, রাত জানে না। শীত জানে না, বসন্ত জানে না। আর নিয়ম করে ডিম দিয়ে যায় পাড়ার কাকেদের গৃহস্থালিতে। আমাদের বাড়ির ঘুলঘুলিগুলো বড় ভড়। তাতে চড়াইপাখি আর শালিক পাখিরা ভাগাভাগি করে থাকে। নিয়ম করে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, ডিমে তা দিয়ে ডিম ফোটায়। বাচচাদের কিচিরমিচির শুনতে পাই। মনের আনন্দে খড় ছড়িয়ে মেঝে নোংরা করে দেয়। এই পাখিরা আমার জন্ম থেকে আমাদের বাড়ির বাসিন্দা। ওদের অধিকার জন্মে গিয়েছে। মধুরেণ সমাপয়েৎ। একটা জমকালো গল্প বাকি আছে। আমাদের তেতলার দক্ষিণের বারান্দায় শুধু তো স্বর্ণচাপা, কাঠচাঁপা, গোলাপ, গন্ধরাজ, রজনিগন্ধা। গাঁদা, জবা, লিলি, বেলফুল, টগর, অপরাজিতা, অর্কিড, মাধবীলতা, চন্দ্রমল্লিকারাই নেই, আছেন একটি পানের লতাও। দিব্যি ছাঁচি পান। দারুণ খেতে। ছাদের আচেন আরেকজন পানের লতা। এঁদের আগমন শান্তিনিকেতনের প্রতীচী বাড়ি তেকে। আগে সেখানে আমার শ্বসুরমশাইয়ের করা ছোট একটি পুকুর ছিল,তাতে মাছ ছাড়া হত। তারই দারে ধারে ছিল পানের লতা। আর আমাদের এইটুকুনি দক্ষিণের বারান্দার শ্রেষ্ঠ চমক---আস্ত একটি জল টলটলে পুকুর।তার নাম, শাপলাপুকুর। অহংকারে ঘাড় উঁচু করা চকচকে সবুজ মিনি পদ্মপাতার মতো পাতাদের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে নিয়ম করে উঁকি দেয় শাপলার কুঁড়িরা। পাকিরা সেকানে জল খেতে আসে,

আর কাকেরা পুকুরের জলে নিয়মিত রুটি চুবিয়ে ভিজিয়ে ব্রেকফাস্ট খায়। মাঝে একবার শাপলাপুকুর আদর করে তিনটে ছোট মাছ ছেড়েছিলুম। ছোট ছোট, জ্যান্ত ল্যাটামাছ, দেখেই মনে হল এদের পুষব আমার পুকুরে। কিন্তু তাদের কপালে মৃত্যু লেখা ছিল, আমি বাঁচালে কী হবে, আহ্বাদে নেচেকুঁদে লাফিয়ে লাফিয়ে বারান্দায় ছিটকে পড়ে একে একে তারা সববাই কাকের লাঞ্চ হয়ে গেল। তারপরে আর পুকুরে মাছ ছাড়িনি। ভাবছি লাল মাছ ছাড়ব। তারা লাফায় না। এবারের হয়তো মাছরাঙা আসবে।

শাপলাপুকুরের একধারে আছে একটি কৃষ্ণবট, আরেকধারে কলাগাছ। কলাগাছটি বড় বালতির মধ্যেই বেশ ঝরঝরিয়ে বেড়ে উঠেছে, নিত্যনতুন চকচকে কচি কলাপাতা রঙের পাতা বেরচ্ছে কলা যেন এই ফলল বলে। ঝরনা তার ঠাকুরকে রোজ বলে একছাড়া কলা অন্তত ফলাও ঠাকুর। এত সুন্দর টুসটুসে গাছটা বাঁজা যেন থাকে না। দ্যাখা যাক ঠাকুর কী করেন। কলাগাছটি আরেকটু বাড়ুক জগতের হালচাল বুঝে নিক। তারপরে সে বুঝবে কলা ফলাবে কী ফলাবে না।

দেখতে দিব্যি ভাল, কিন্তু বেচারা কৃষ্ণবটের একটু স্বাস্থ্যটা দুবলা। বয়স তো কম হল না, মাথায় বেড়েচেন সরু-লম্বা হয়ে যেন কৈশোরের ছবি। গায়ে বল নেই, বট নামের লজ্জা। শাপলা আর তিনি তোঙ্গ এসেচেন সেই দুর্গাপুর থেকে শাপলাপুকুর ফুলে ফুলে ছেয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর কিন্তু কৃষ্ণবটমশাই সেই ছেলেবেলার মতোই রোগাসোগা, বোকা বোকা কেবল মাথায় বেড়েছেন সরু লম্বা হিলহিলে হয়ে। নওলকিশোরের মতে মিষ্টি মিষ্টি দেখতে হলে কী হবে, আসলে আমাদের গোটা দেশটার মতোই আন্ডার ডেভেলপ্ড রয়ে গিয়েছেন। কী যে করি। বড় টবে দেব? অথচ চারতলার ছাদেরটবে আপনি জন্মানো অশ্বত্থগাছমশাইকে নিয়মিত কেটেছেঁটেও কিছুতেই ছোট করে রাখা যাচ্ছে না।

ছাদেও অনেক গাছ আছে,কিন্তু আমি তো ছাদে উঠতে পারি না, তাদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না। চেনাশোনা নেই। তেমন। ছাদে আছে নয়নতারা,মনের সুখে ফুল ফোটায়। আর আছে দোপাটি। আচেন বেশ কিছু কবিরাজি গাছগাছালি, সেই মা-বাবার সময়ের কিন্তু, তাঁদের ব্যবহার জানি না আমরা। দেখতে সুন্দর পাতাগুলো। ওহো,ছাদে এবং আমার বারান্দাতেও, সুন্দর সুন্দর পাতাবাহার গাছেরাও আছে। ফুল নেই, পাতাতেই তাদের বাহার। ছাদে আছে আরেকটি লেবুগাছ, ফল ফলায়নি। কিন্তু পাতায় বারি সুগন্ধ পাতা ছিঁড়ে ভাতের হাঁড়িতে দিলে দারুণ। ভাবছিল ফুলন্ত নয়নতারাকে নীচে নিয়ে আসব, আর ফুলন্ত দোপাটিকে। দক্ষিণের বারান্দায় ওরা অনেক সঙ্গী পাবে।

ওদের দেখে টগরফুলেরা খুশি হবে মনে হয়। টগর আপনমনে রোজ রোজ ফুল দেয়। ছাদের আছে এক শিরীষগাছ, বেশ বড় হয়েছে, তার আর না বাড়াই ভাল। শেকড় ছেঁটে দিতে হবে অশ্বত্থাগাছটারও। ছাদে আরও আছে দু'টো নাম-না জানা উদ্ভিদ, তারা কবিরাজি উদ্ভিদ। একটা লতা, সেটি নাকি রক্তে শর্করা কমায়।

আরেকটিও গাছ আছেন, তিনি অর্শের ওষুধ। এইসব গুণগুলি আমাদের বাড়িতে মুখে মুখে শোনা, কিন্তুকে জানে তাঁদের নাম কী, বয়য কত কার হাতে পোঁতা। দু'টির একটাও আমাদের কারওর কোনও কাজে লাগে না (হয়তো তাদের এইসব রোগ সারানোর গুণও আসলে নেই। এটা কল্পকথা?) কিন্ত গাছ তো। হোক বুড়ো জ্যান্ত বাড়ন্ত দেখতেও মন্দ নয়, তাই মায়াভরে তাদের উপড়ে না ফেল যত্ন করা হয়। আহা, আছে থাকুক। মাঝে মাঝে কানাই অবিশ্যি বলে টবগুলো খালি করে ফেলে অন্য গাছ পোঁতাই উচিত।লের বুড়ো নিমগাছ, তিনিও কী সুন্দর খইয়ের মতো নিমগাছ, তিনিও কী সুন্দর খইয়ের মতো নিমফুল ছড়ান ফুটপাতে। আমি নিশ্চিত আপনাদের ছাদেরও এই অবস্থা, গাছ আছে, নাম নেই। আসুন এই বারে আসল তাজমহল দ্যাখা যাক। আমরা বারান্দ বাগানের চমৎকার মশার আঁতুড়শূন্য (কেননা প্রত্যেকদিন দাঁত মাজার মতো নিয়ম করে সাবধানে গামলা পুকুরের বেশ খানিকটা করে জল পাল্টানো হয়) শাপলাপুকুরে ফুটে আছেন এই বছরে এই ঋতুর পঞ্চমী শাপলাসুন্দরী। প্রত্যেক ঋতুতে নিয়ম করে মানসকয়েক পুষ্পিত হন আর মাসকয়েক নিদ্রায় কাটান। ওই ওর পাশের অলস কৃষ্ণবটের সঙ্গেই এই প্রাণ ছটফটে শাপলারানির আগমন দুর্গাপুর থেকে আমার স্নেহের বোন, চিত্রকর, লেখক, উদ্যানপালক ডাক্তার শর্মিষ্ঠা দাসের কোলে চেপে। তা বছর তিন-চার আমাদের বাড়ির শাপলা পরিবারের আইন অনুযায়ী কদাচ দু'টি ভগিনী একসঙ্গে স্টেজে আসেন না, সাজঘরে তৈরি হয়ে কিউ দিয়ে আসেন একজনের পরে একজন নির্ভুল সারি বেঁধে। প্রত্যেকেই সাজুগুজু করা, পরমা সন্দুরী।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

রবিবার আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান মঞ্চে বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

মন্দিরের তালা ভেঙে দেবদেবীর সোনা-রূপোর গহনা চুরি, তদন্তে পুলিশ

পাঁশকুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাঁশকুড়া থানা এলাকার মাগুরী জগন্নাথ চক গ্রামে রবিবার ভোররাতে তিনটি মন্দিরের তালা ভেঙে দেবদেবীর লক্ষাধিক টাকার গহনা চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

সাত সকালে পুজো করতে গিয়ে পুরোহিত দেখেন মন্দিরের তালা ভাঙা সেই সঙ্গে পিতলের বাসন ছাড়াও গয়না যা ছিল সবই চুরি হয়ে গিয়েছে। চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই আশেপাশের ১০টি গ্রামের প্রায় ৫ হাজার মানুষ জড়ো হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা মায়ের সোনার গহনা, শীতলা মায়ের সোনার গহনা এবং রূপোর চোখ খুবলে নিয়ে গিয়েছে দুস্কৃতিরা। শিব মন্দিরে তামার সাপ সহ বেশকিছু সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে।

এই ৩টি মন্দিরের ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে একটি প্রাইমারি ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এবং চৈতন্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। তা সত্বেও এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চোলাই মদের রমরমা কারবার চলে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে এই নিয়ে বহুবার অভিযোগও করেছেন। মধ্যরাত পর্যন্ত এই চোলাই ঠেকে বাইরের লোকেদের আনাগোনা চলে। এদেরই কেউ এই চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা সুনিল কর জানান, এই তিনটি মন্দির এর সঙ্গে আশেপাশের ১০টি গ্রামের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে।

যেভাবে তিনটি মন্দিরে চুরি ও একটি প্রতিমার চোখ খুবলে গহনা চুরি করা হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না।

তারা মন্দির কমিটির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত চৈতন্যপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান শশাঙ্ক শেখর বেরা জানায়েছেন , অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হবে। সেই সঙ্গে এই চুরির ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে।

ইসরোকে কুর্ণিশ নাসার

ওয়াশিংটন, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা কুর্ণিশ জানাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোকে। পাশাপাশি অনন্ত মহাকাশের গোপন রহস্য উদঘাটনের জন্য ইসরোর সঙ্গে একযোগে কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে নাসা। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ডার বিক্রমকে অবতরণ করাতে চেয়েছিল ইসরো। কিন্তু অবতরণের কিছু সময় আগেই বিক্রমের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় যায়। কিন্তু ইসরো তরফে জানানো হয় চন্দ্রযান-২ মিশন ৯৫ শতাংশ সফল হয়েছে। ইসরোর এই প্রচেষ্টাকে কুর্ণিশ জানিয়ে নাসা নিজেদের ট্যুইটবার্তায় লিখেছে, মহাকাশটা বড্ড কঠিন। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-২ মিশনকে অবতরণ করানোর চেষ্টা করেছে ইসরো, সেটাকে কুর্ণিশ জানাই। তোমাদের পথচলা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আগামীদিনে সৌরজগতকে আরও বেশি আবিষ্কার করার সঙ্গী হতে পারি আমরা।

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল আমাদেরঊ লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা দাঁড়াব নাঊ আমরা আত্মবিশ্বাসী, সফল আমরা হবইঊ আমাদের কেউ রুখতে পারবে নাঊ'

গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে বিক্রম লান্ডারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ''জীবনে ওঠা-নামা তো থাকেই। এই পাওনাও সামান্য নয়। দেশবাসী আপনাদের (ইসরো-র বিজ্ঞানী) প্রতি গর্বিত। আপনাদের অভিনন্দন। দেশ, বিজ্ঞান এবং মানবজাতির স্বার্থে বিরাট বড় কাজ করেছেন আপনারা। আপনাদের পাশে সর্বদা আছি, সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।'' মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''আমাদের বিজ্ঞানীদের প্রতি আমরা গর্বিত! তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং দেশকে গর্বিত করেছেন। ইসরো-র চেয়ারম্যান প্রতি মুহুর্তের আপডেট দিয়েছেন। আমরা আশাবাদী ছিলাম এবং মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করবো।''

প্রয়াত বর্ষীয়ান আইনজীবী রাম জেঠমালানি

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাম জেঠমালানি। রবিবার সকালে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫। ৯৬ তম জন্মদিনের মাত্র ছয়দিন আগেই পরলোক গমন করেন তিনি। বিগত দুই সপ্তাহ ধরেই চিকিৎসকদের তত্বাবধানে ছিলেন এই প্রবীণ আইনজীবী। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় আইন এবং নগরোন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছিলেন তিনি।

১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের সিন্ধ প্রদেশের শিখড়পুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে আইনে স্নাতক। ১৮তে কনিষ্ঠতম আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন দেশের আইনব্যবস্থার এক সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ১৯৫৯ সালে কে এম নানাবতী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর জীবনে প্রথম উল্লেখজনক মামলা। পরবর্তীকালে স্টক এক্সচেঞ্জ দুর্নীতি মামলায় হর্ষদ মেহেতা, কেতন পারেকের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছিলেন তিনি। এমনকি আফজল গুরুর হয়েও সওয়াল করেছিলেন। এর পাশাপাশি জেসিকা লালা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত মণু শর্মার পক্ষে আদালতে লড়াই করেছিলেন। ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন।

তিনি রেখে গেলেন তাঁর একমাত্র পুত্র মহেশ জেঠমালানি এবং আমেরিকা প্রবাসী এক কন্যাকে

ভারী বৃষ্টির জেরে উষ্ণতা কমে স্বস্তিতে দিল্লি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সকাল থেকেই রাজধানী দিল্লির আকাশ মেঘলা। শনিবার থেকে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের তাপমাত্রা অনেকটাই কমে গিয়েছে। রবিবার সকাল পর্যন্ত শহর জুড়ে গড়ে ৪৭.৪ মিলিমিটার (মিমি) বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে দিল্লির আবহাওয়া দফতর। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কমে ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সূত্রের খবর, শহরের অধিকাংশ স্থানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি ঝড়ের সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক জায়গায়। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে স্বল্প থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর। বিভিন্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ছিল ৮৬ শতাংশ।

রবিবার কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে কংগ্রেস এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

রাম জেঠমালানির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ অমিত, রবিশঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) প্রয়াত বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাম জেঠমালানির প্রয়ানে শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পাশাপাশি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর প্রয়ানে শোকপ্রকাশ করেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

এদিন প্রয়াত বর্ষীয়ান আইনজীবীর বাসভবনে যান অমিত শাহ। পরে এক শোকবার্তায় ট্যুইট করে তিনি লেখেন, খ্যাতনামা আইনজীবী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন প্রাণবন্ত ও ভাল মনের মানুষ ছিলেন।

রাম জেঠমালানির প্রয়াণে দেশের আইনব্যবস্থায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি জ্ঞানী ছিলেন। পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।

রবিশঙ্কর প্রসাদ শোক প্রকাশ করে নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, বর্ষীয়ান আইনজীবী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। তাঁর মেধা, আইনের উপর তাঁর অসীম জ্ঞান এবং শক্তিশালী আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর বাগ্মিতা আইন পেশায় উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের সিন্ধ প্রদেশের শিখড়পুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে আইনে স্নাতক। ১৮তে কনিষ্ঠতম আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি।

পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন দেশের আইনব্যবস্থার এক সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ১৯৫৯ সালে কে এম নানাবতী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর জীবনে প্রথম উল্লেখজনক মামলা। পরবর্তীকালে স্কট এক্সচেঞ্জ দুর্নীতি মামলায় হর্ষদ মেহেতা, কেতন পারেকের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছিলেন তিনি। এমনকি আফজল গুরুর হয়েও সওয়াল করেছিলেন। এর পাশাপাশি জেসিকা লালা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত মণু শর্মার পক্ষে আদালতে লড়াই করেছিলেন।

রাম জেঠমালানির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ দুই মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রাম জেঠমালানির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডি।

ট্যুইটারে নিজের শোকবার্তায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন, কিংবদন্তি আইনজীবী রাম জেঠমালানির প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। তিনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান ছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ফৌজদারি আইনব্যবস্থাকে নতুন দিশা দেখিয়ে ছিলেন। ভারতের আইন ব্যবস্থায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর শূন্যস্থান কোনওদিনই পূরণ করা যাবে।

শোকপ্রকাশ করে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, মহান আইনজ্ঞ হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আইনজীবী হিসেবে সুদীর্ঘ এবং বর্ণময় জীবনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা লড়েছেন। আইন জগতে তিনি একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার সকালে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস করেন রাম জেঠমালানি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫। ৯৬ তম জন্মদিনের মাত্র ছয়দিন আগেই পরলোক গমন করেন তিনি। বিগত দুই সপ্তাহ ধরেই চিকিৎসকদের তত্বাবধানে ছিলেন এই প্রবীণ আইনজীবী। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় আইন এবং নগরোন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছিলেন তিনি।

প্লাস্টিক বর্জনের উপর জোড় দিয়ে রবিবার বিজেপির মহিলা মোর্চা বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। ছবি- নিজস্ব।

রাম জেঠমালানির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বর্ষীয়ান আইনজীবী রাম জেঠমালানির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ট্যুইটারে এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী রাম জেঠমালানির প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জনসমক্ষে দক্ষ বাগ্মীতার মাধ্যমে নিজের মতামত তুলে ধরার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেশ এক মহান আইনজীবী, পাণ্ডিত্যে ভরা এক মহান বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বকে হারাল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের শোকবার্তায় ট্যুইটারে লিখেছেন, রাম জেঠমালানির সঙ্গে একাধিকবার দেখা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছি। দুঃখের এই সময় তাঁর পরিবারবর্গ, বন্ধু এবং অনুগামীদের সমবেদনা রইল। তিনি হয়তো আর নেই, তবে তাঁর যুগান্তকারি কাজগুলি থেকে যাবে। নিজে যা ভাবতেন তাই বলতেন। কোনও রকম ভয় ছাড়াই তিনি তা করতে পারতেন। জরুরি অবস্থার সময় জনগণের স্বাধীনতার জন্য তাঁর লড়াই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অভাবগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে মৃত্যুকালে রাম জেঠমালানির বয়স হয়েছিল ৯৫। ৯৬ তম জন্মদিনের মাত্র ছয়দিন আগেই পরলোক গমন করেন তিনি। বিগত দুই সপ্তাহ ধরেই চিকিৎসকদের তত্বাবধানে ছিলেন এই প্রবীণ আইনজীবী। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় আইন এবং নগরোন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছিলেন তিনি।

যৌথবাহিনীর অভিযান, তিনসুকিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ আলফা-স্বাধীনের দুই ক্যাডার

তিনসুকিয়া (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যৌথবাহিনীর তাড়া খেয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছে আলফা-স্বাধীনের দুই কট্টর সদস্য। আত্মসমর্পণকারী দুই আলফা-স্বাধীন ক্যাডারকে মানব মরান ওরফে টং অসম এবং সীমান্ত মেচ ওরফে মুকুট অসম বলে শনাক্ত করা হযেছে গত মাস-কয়েক উজান অসমে উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী এবং অসম পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন আলফা-স্বাধীনের সদস্য ধরা পড়ার পাশাপাশি আত্মসমর্পণও করেছে। রবিবার তিনসুকিয়া জেলা পুলিশের এক শীর্ষ সূত্রের কাছে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদিনের মতো শনিবারও তিনসুকিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসম পুলিশের ২১০ কোব্রা, সিআরপিএফ-এর ৬৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন, ৯ নম্বর রাজ রাইফলস এবং ২১ প্যারা ফোর্স-এর যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানের সময় অবস্থা বেগতিক দেখে দুই আলফা-স্বাধীন ক্যাডার যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণকারীদের একজন তিনসুকিয়ার করদৈগুড়ি বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসিন্দা মানব মরান ওরফে টং অসম এবং অপরজন গোলাঘাট জেলার বড়পথারের জনৈক কোষেশ্বর মেচের ছেলে সীমান্ত মেচ ওরফে মুকুট অসম। পুলিশ সূত্রের খবর, দুই আত্মসমর্পণকারী দুটি পয়েন্ট ৩২ পিস্তল, সাত রাউন্ড সক্রিয় গুলি, দুটি ম্যাগাজিন সেনা-পুলিশের কাছে জমা দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিককালে আলফা-স্বাধীনের কয়েকজন নেতা ও সদস্য আত্মসমর্পণ করে মূল ধারায় ফিরে এসেছেন। এদের মধ্যে গত বছরখানেক আগে গোলাঘাট জেলার দেড়গাঁও এলাকার বাসিন্দা, সারা অসম ছাত্র সংস্থার জনৈক পদাধিকারী পঙ্কজপ্রতীম দত্ত উগ্রপন্থী সংগঠন সশস্ত্র আলফা-স্বাধীনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী পথ ছেড়ে গত ৩০ আগস্ট অন্য দুই ক্যাডারকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে ফের সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন।

মুম্বইতে ট্যাক্সির পেছনে ডাম্পারের ধাক্কা

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল ট্যাক্সি। গুরুতর জখম চালক। শুক্রবার গভীর রাত একটা নাগাদ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের ঘাটকোপার এলাকার ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে।

শুক্রবার রাতে হাইওয়ের ধারে ট্যাক্সিটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে গাড়ির ভেতরে বিশ্রম নিচ্ছিলেন চালক। সেই সময় বেপরোয়া গতিতে আসা ডাম্পার ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাক্সির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ডাম্পার চালক। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহত চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘাতক ডাম্পার চালাককে ধরার জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাক্সিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও হিমাচলপ্রদেশ

শিমলা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবাসীয় ভোরে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু।

শিমলার আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা মনমোহন সিং জানিয়েছে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৪। ভোর ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। এই কম্পনের কেন্দ্র ছিল হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলা। কম্পনের জেরে সাধারণ মানুষ ভয় ও আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত প্রশাসন।

পরে সকাল ৮টা ৪মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু ও হিমাচলপ্রদেশের একাংশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৯। কম্পনের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন দুইটি ভূমিকম্পই মাঝারি মানের। জনমানসে আতঙ্ক ছড়ালেও কেউ হতাহত হয়নি বলে প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

পেটের ব্যাথা সরাতে কিছু নিয়ম

বিকেল-সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ফুসকা, চটপটি বা ঝালমুড়ি মজা করে খাওয়া। তারপর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা। পাকস্থলিতে ঘটেছে ব্যঘাত। এই সময় করবেন কী? রাস্তার ধুলাবালি, জীবাণু-খাবার অস্বাস্থ্যকর করে তোলে।

তাছাড়া অস্বাস্থ্যকর ও বাসি খাবার খেলে বদ হজমসহ পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, বমি বমিভাব বা বমি, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা এবং ডায়রিয়া থেকে পানিশূন্যতা হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এসব উপসর্গ দেখা দিলে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিছু প্রতিকারের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে অবলম্বনে ঘরোয়া কিছু টোটকা এখানে দেওয়া হল।

আপেল - আপেল বুকজ্বালা ও অ্যাসিড কমাতে কাজ করে। ফলে খাবারের বিষক্রিয়া প্রতিকারে আপেল বেশ সহায়ক। তাছাড়া এই ফলে থাক। এক ধরণের এনজাইম ডায়রিয়া ও পেট ব্যথার জন্য দায়ী ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি দমিয়ে রাখতে পারে।

কলা - এই ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম যা রোগ নিরাময়ে এবং খাবারের বিষক্রিয়ার প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে কয়েকটি কলা ও আপেল চটকে খেতে পারেন অথবা 'বানানো শেইক' খাওয়া যেতে পারে।

লেবু- লেবুর টক খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য দায়ী ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে লেবুর রসের সঙ্গে এক চিমটি চিনি মিশিয়ে বা লাল চায়ের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

আদা- খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি হজম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আদা বেশ কার্যকারী। ১ টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা আদার রস মিশিয়ে খেলে খাদ্য বিষক্রিয়া জনিত প্রদাহ ও ব্যথা কমে যায়।

জিরা- জিরা পেটের প্রদাহ উপশম করাসহ বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। ১ টেবিল চামচ জিরাগুঁড়া সুপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

বাজিল পাতা - পেট ও গলার সংক্রমণ নিরময়ে বাজিল পাতা চমৎকার কাজ করে। এক টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে কয়েকে ফাটা বাজিলের রস মিশিয়ে খেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সুফল পাওয়া যায়। বাজিল না পেলে তুলসীপাতা ব্যবহার করতে পারেন।

জল - ডায়রিয়া, অ্যাসিডিটি বা এই ধরনের খাবার জনিত সমস্যা হলে বেশি করে জল পান করা খুব জরুরি। ডায়রিয়ার কারণে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বের হয়ে যায়। এছাড়া শরীর থেকে বিষাক্ত বর্জ্য ও ব্যাকটেরিয়া বের করে দেওয়াসহ তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময়ে জল বেশ কার্যকর। পাশাপাশি শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্যও জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার - ভিনেগারের ক্ষারীয় উপাদান বিশেষ করে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার অন্ত্র উপশমে সাহায্য করে। পাশাপাশি পেটে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে বাধা দেয় আর সেরে উঠতে সাহায্য করে।

মৌসুমি জ্বরে কী করণীয় ও তার সমাধান

গরমের মধ্যে বৃষ্টি শান্তির পরম বুলিয়ে দিচ্ছে ঠিক, তবে সেই সঙ্গে আছে মৌসুমি জ্বরের আশঙ্কাও। ভাইরাল ফিভার বা মৌসুমি জ্বর সম্পর্কে জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের পরামর্শ দেন।

লক্ষণ ঃ ঋতু পরিবর্তনের কারণে জ্বল, সর্দি-কাশি, শরীর ব্যথা ইত্যাদিকেই মৌসুমি জ্বল ধরা হয়। হাঁচি-কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ লাল হয়ে থাকা, সারা শরীরে ব্যথা, মাথা ভার হয়ে থাকা, খাওয়ায় অরুচি, মুখে তিতাভাব ইত্যাদি ভাইরাস জ্বরের লক্ষণ।

বর্ষায় মসার উপদ্রব বেশি হয়। এই কারণে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর প্রকোপও বাড়ে। আর এবছর দেশে চিকনগুনিয়া'র প্রকোপ ছড়িয়েছে ব্যাপক হারে। বর্তমানে বেশিরভাগ রোগীই জ্বর নয়, হাড়ের জোড়ে অসহ্য ব্যথা নিয়ে আসছেন যা চিকনগুনিয়া'র বিশেষ উপসর্গ।

সতর্কতা ঃ বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করেন কমবেশি সবাই। তবে এই সময়ে সেই আনন্দ ত্যাগ করতে হবে। তাই বাইরে বেরোনোর সময় ছাতা, রেইনকোট সঙ্গে রাখুন। যাত্রাপথে বৃষ্টিতে আটকে গেলে যতটুকু সম্ভভ মাথা ভেজা এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। নিরাপদ স্থানে পৌঁছে মাথা মুছে নিতে হবে এবং ভেজা কাপড় পাল্টে ফেলতে হবে। বৃষ্টিতে ভেজার পর সম্ভভ হলে অবশ্যই স্নান করতে হবে। আর স্নানের সুযোগ না থাকলে কমপক্ষে চুল ধুয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আদা, লেবু দিয়ে লাল চা, গরম দুধ, সুপ ইত্যাদি খেলে ভালো লাগবে।

মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে মশার কয়েল, অ্যারোসল, মসারি, ধূপ, ওডোমস ইত্যাদি নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে। আর দিনের বেলায় সাবধানতাটা বেশি প্রয়োজন। কারণ ডেঙ্গু আর চিকনগুনিয়া'র জন্য দায়ী এডিস মশা দিনের বেলা কামড়ায়।

ঘরে মৌসুমি জ্বরে আক্রান্ত রোগী থাকলে তাকে ভিন্ন ঘরে রেখে পরিচর্যা করা উচিত। মৌসুমি জ্বর ছোঁয়াচে নয়, তবে রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ভাইরাস ছড়াতে পারে। মশার ব্যাপারেও এসময় চাই বাড়তি সতর্কতা।

আক্রান্ত হলে করণীয় ঃ বিভিনন ধরনের জ্বার কমানোর ওষুধ রয়েছে। আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শে জ্বর কমানোর ওষুধ খেতে হবে। মনে রাখা উচিত, ওষুধ যতটা সম্ভব কম সেবন করাই ভালো। অনেকেই সাত দিনের বেশি জ্বর থাকলে কিংবা ১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রির বেশি জ্বর হলে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দেন। যা প্রয়োজনীয় নয়, বরং হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ধরনের ওষুধ সেবন করা যাবে না।

রোগীর মাথায় জল ঢালা এবং কপালে জলপট্টি দেওয়া উপকারী। প্রচুর পরিমাণে তরল পান করতে হবে। জলের পাশাপাশি ডাবের জল, স্যালাইন, ফলের সরবত ইত্যাদি পান করতে হবে। জ্বর সারাতে ভিটামিন-সি আছে এমন ফল যেমন - আনারস, জাম্বুরা, কমলা, আমড়া, লেবু ইত্যাদি অত্যন্ত উপকারী।

জ্বরে আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে যে, শুধুই ভাইরাস জ্বর, নাকি তা টাইফয়েড, জন্ডিস, নিউমোনিয়ার ইত্যাদির দিকে মোড় নিচ্ছে।

পরোটা ও চিকেন টেংরি

চিকেন টেংরি কাবাব

উপকরণ ঃ মুরগি মাংস টুকরো অংশ ২টি। দই আধা কাপ। লেবুর রস ১ টেবিল চামচ। গরম মসলা ১ চা চামচ। মরিচগুঁড়া ১ চা চামচ। আদাবাটা ১ চা চামচ। রসুনবাটা ১ চা চামচ। খাবার রং ১ চিমটি। লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ মুরগির টুকরাগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে লবণ বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। মসলাগুলো যেন ভালো করে মুরগির ভিতরে যায় সেদিক খেয়াল রাখবনে। এজন্য ভালো করে মসলা দিয়ে কাচাবেন। ১ ঘন্টার জন্য মসলা মাখানো মুরগি এংক জায়গায় রেখে দিন। তারপর মুরগির টুকরাতে লবণ মাখিয়ে প্রিহিটেড ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১ ঘন্টা বেইক করুণ। পরোটা কিংবা নান দিয়ে খেতে বেশ লাগে।

ছোঁকা পরোটা

উপকরণ ঃ ময়দা বা, আটা ৩ কাপ (অন্তত পক্ষে ৭ টা পরোটা হবে)। বেকিং পাউডার ২ চা চামচ। লবণ ১ চা চামচ। ঘি ৪ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি এখন ময়দা ও ঘি বাদে বাকি সব উপকরণসহ পরিমাণমতো জল দিয়ে মাখিয়ে ডো তৈরি করুণ। ১৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর ছোট ছোট ডো বানিয়ে পরোটা তৈরি করুণ। পরোটাগুলোতে ভালো করে ঘি মাখিয়ে নিন। এখন একপাশ থেকে নিয়ে পরোটাগুলো রোল করুণ। রোল করা পরোটাগুলো একটা ভেজা পাতলা কাপড় দিয়ে ১০ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখুন। তারপর রোল খুলে গরম তাওয়ায় ছেঁকে নিন। দুই পাশ ভালোমতো ছেঁকা হয়ে গেলে উপর দিকে অল্প করে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে ফেলুন। গরম গরম পরিবেশন করুণ।

ঋতুকালীন রোগ সারাতে যোগব্যায়ামের প্রয়োজন

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে নানা প্রভাব পড়ে। দেহ ও মনে নানা ভাবনা ও উপসর্গের প্রবর্তন ঘটে। এক একটি ঋতুর এক এক রকম প্রভাব। তার ফলস্বরূপ নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ঋতু পরিবর্তনজনিত নানা রোগে মানুষকে নাজেহাল হতে হয়। যাদের প্রতিরোধে ক্ষমতা কম, তাদেরকে বেশি করে এর ফল ভোগ করতে হয়। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রকৃতির দান যোগাসন হল অন্যত্ম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আলাদা করে ওষুধ খাবার বা ওষুধের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। মানুষ সব ঋতুকে সহজে বরণ করে নিতে পারে। রোগবিহীন সুস্থ জীবন লাভ করে অনাবিল আনন্দের অধিকারী হয়ে জীবনকে উপভোগ করতে পারে। শক্তি, সামর্থ, প্রাণচাঞ্চল্যে নিজেকে তুলে ধরার চাবিকাঠি হল ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সম্পদ তথা প্রাচীন মুনিঋষিদের থেকে পাওয়া যোগাসন। যোগাসন, প্রাণায়াম, ধ্যান নানা রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এক এক ঋতুতে এক এক রোগের প্রকোপ বেশি। সব ঋতুতেই যাতে শরীরকে সুস্থ রাখা যায় তার জন্য চাই যোগাসন। যোগাসন দেহ ও মনকে প্রশমিত করে। ঠাণ্ডা মাথায় নিত্যকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে।

গ্রীষ্ম ঋতুর রোগ ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ তথা ভ্যাপসা গরমে যেন ত্রাহি ত্রাহি রব। রুক্ষ ও শুষ্ক প্রভৃতি। রেহাই পেতে নিজেকে ঘরের মধ্যে তো আর বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে রাস্তায় বেরোতে হয়। এই সময় সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি ত্বক ও চুলকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। সূর্যের সাতটি রঙের প্রথমটি হল ভায়োলেট বা বেগুনি। এর ওপর আরও এক রশ্মি আছে, যাকে বলে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি। এর প্রভাবে ত্বকে কালো ছোপ বা পিগমেন্টেশন দেখা দিতে পারে। যা ত্বকের জেল্লা নষ্ট করে দিতে পারে। এছাড়া সানস্ট্রোক, লু প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গরমে ব্যাকটেরিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ে। খাদ্যে বিষক্রিয়া বা ফুড পয়জনিং বেশি দেখা যায়। খাওদা-দাওয়া গণ্ডগোল দেখা যায়। এক্ষেত্রে পবনমুক্তাসন, উড্ডীয়ান আসন পিত্ত ও বায়ু প্রশমনে উপকারী। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে যোগাযোগ হিসেবে বিপরীতকরণী, যোগমুদ্রা, শীর্ষাসন (প্রথম ধাপ), শীতলী প্রাণায়াম, শীতকারী প্রাণায়ামও দেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। গ্রীষ্মকালীন ফল যেমন আনারস, তরমুজ ভিটামিন এ এবং সি ত্বকের জন্য বিশেষ উপকারী। গ্রীষ্মকালে পিত্ত ও বায়ুর প্রকোট ঘটে। তিক্ত দ্রব্য পিত্তনাশক। এজন্য নিমপাতা, করলা, উচ্ছে ইত্যাদি তেতো জাতীয় খাদ্য উপকারী।

বর্ষা ঋতুর রোগ ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষার প্রবল বারিপাত আমাদের মন ও শরীরে আনে তৃপ্তি। বর্ষায় রোগজীবাণুরা ক্ষেপে ওঠে। রোগের বাড় বাড়ন্ত ঘটে। বর্ষা হল পেট ও লিভারজনিত রোগের মরশুম। পেটে ব্যথা, গা গোলানো, বমি বমি ভাব বা বমি, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি বা আমাশা, রক্ত, আমাশা, আন্ত্রিক, কলেরা, কৃমি, অ্যানিমিয়া, জিয়ার্ডিয়া ইত্যাদি বহুবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে।

এক্ষেত্রে আসন হিসেবে পবনমুক্তাসন, অর্ধকুর্মাসন, বিপরীতকরণী এবং যোগাসন হিসেবে উড্ডীয়ান, ভস্ত্রিকা, সহজ অগ্নিসারী অভ্যাসে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এ সময়ে রাস্তার ধারে আঢাকা কাটা ফল, রঙিন সরবত, ফলের রস, রঙিন খাদ্য, মিষ্টি, তেলেভাজা, ঘুগনি, ফাস্টফুড নৈব নৈব চ। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আমাশার যম। লুজ মোশন বা ডায়রিয়াতে দুধ না খাওয়া শ্রেয়। আমাশয় থানকুনি পাতার রস অথবা পাতা বেটে অল্প তেলে ভেজে ভাতের সঙ্গে খাওয়া উপকারী। মাছের ঝোলের সঙ্গে গাঁদাল পাতা পেটের রোগ নিবারণের সাহায্য করে। এছাড়া লিভার ভালো রাখতে ধনে ও পলতা পাতা একত্রে ফুটিয়ে সেই জল খাওয়া উপকারী।

শরতের রোগ ঃ শীতের আগমনবার্তা বয়ে আনে। এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে পরিবর্তন। বাড়ে জীবাণুর প্রকোপ। শীত আসার প্রাক্কালে সর্দি-কাশি-হাঁপানির সূত্রপাত। শরতে কাশ ফুলে সুশোভিত দৃশ্য নয়নাভিরাম হলেও হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। পবনমুক্তাসন, অর্ধকুর্মাসন, বিপরীতকরণী প্রভৃতি যোগাসনগুলি অভ্যাস করলে সমানভাবে উপকার পাওয়া যাবে।

হেমন্তের রোগ ঃ এই সময় শীতকালের মতোই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। অ্যালার্জিজনিত খাদ্য থেকে সতর্ক থাকবেন। সঙ্গে শ্বাসের ব্যায়াম এবং ব্রঙ্কো ডায়ালেটেশন আসন, তথা--- মৎস্যাসন, উস্ট্রাসন, উড্ডীয়ান, বদ্ধ পদ্মাসন, অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন ইত্যাদি ব্যায়াম ও আসন করলে প্রভূত ফল পেতে পারেন।

শীত ঋতুর রোগ ঃ শীত ঋতুর শুরু থেকেই ঋতু পরিবর্তনের জন্য শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারো নাক দিয়ে জল পড়া, কারো গা ম্যাজম্যাজ করা, সর্দি-কাশি, গলার ইনফেকশন, সর্দি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট হাঁপানি বা অ্যাজমা ইত্যাদি প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ধুলো, ধোঁয়ায় অ্যালাজির প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের বেশি ভুগতে হয়। সি ও পি ডি রোগীদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা এ সময় বেশি দেখা যা। এই সময় বাতাসে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ঘোরাফেরা করে। এজন্য অধিকাংশ শিশুদের শ্বাসকষ্টের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শীতের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। শীতে চর্বচোষ্য করে খাওয়া বিপদ। কারণ যাদের হজমশক্তি কম তারা বেশি খেলেই বদহজম, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ভার ইত্যাদি হয়। পেট গরমের সঙ্গে যদি মাথা গরম হয় তাহলে আর কথা নেই। রাগটি ইরিটিবিলি বা খিটখিটে মেজাজ এবং সেই সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা প্রভৃতি শরীর ও মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

যোগাসন হিসাবে শশাঙ্গসন, মৎস্যাসন, সর্বাঙ্গাসন, উস্ট্রাসন, ব্যতিক্রম কপালভাতি, অর্ধমৎস্যাসন দেহকে উজ্জীবিত করে। হরমোনও গ্রন্থি যথাযথ ক্রিয়া সাধন করে। দেহের আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে দেহ সচল রাখে। এর সঙ্গে ভ্রামরী প্রাণায়াম, শীতকারী প্রাণায়াম, শীতলী প্রাণায়াম ও ধ্যান খুব উপকারী। এবং সঙ্গে অবশ্যই শ্বাসের ব্যায়াম।

শীতকালে খাদ্য ও মুষ্টিযোগ ঃ শীতকালে বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। এছাড়া পেয়ারা, বাতাবিলেবু, শুকনো আমলকী ভেজানো জল, তুলসি পাতা, বাসকপাতা, বর, যষ্টিমধু, কাবাব চিনি, লবঙ্গ জলে ফুটিয়ে প্রতিদিন কয়েক চামচ খেলেও কাফ সিরাপের মতো কাজ করে। শ্বাসতন্ত্রের পথ প্রশস্ত রাখে,প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। আলাদা করে ওষুধ খাবার দরকার লাগে না।

বসন্ত ঋতুর রোগ ঃ দোল উৎসবে আবির ও ফাগের মাধ্যমে জীবাণুনাশ হয়। বসন্তে বহু ফুল ফোটে ঠিকই, কিন্তু চারদিকে রেণু ছড়ায়। এই অ্যালাজি এর থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। এই অ্যালার্জি থেকে চোখ ও ত্বকে চুলকানি, নাকে জল গড়ায়। এছাড়া হাঁচি, কাশি ইত্যাদি থাকার সম্ভাবনা থাকে। এই সময় শীতও থাকে না, আবার গরমও বেশি থাকে না। তাই এই সময় হল নাতিশীতোষ্ণ। তাই এই সময় হল নাতিশীতোষ্ণ। ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। মরশুমি ফলমূল গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান অবশ্যই করবেন। স্নান করা, দাঁত মাজার মতো নিত্য যোগাসন একান্ত জরুরি। দাঁত না মেজে যেমন খাবার খাই না,তেমনি যোগাসন অভ্যাস করে তবেই খাদ্য গ্রহণ করবেন। এটি স্বাস্থ্য রক্ষার অঙ্গীকার ও মূল চাবিকাঠি— একথা অনস্বীকার্য।

কীভাবে করবেন ঃ

* পবনমুক্তাসন ঃ চিৎ হয়ে শুয়ে প্রথমে ডান-পা পরে বাঁ-পা, তারপর দু-পা ভুঁজ করে পেটে ধরে রাখবেন। মনে মনে দশ গুনুন। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে দু'বার অভ্যাস করবেন।

উড্ডীয়ান ঃ দাঁড়িয়ে দু'হাত হাঁটুর ওপর রেখে অল্প সামনে ঝুঁকে শ্বাস ছেড়ে পেট ভেতর দিকে টানুন। এভাবে ছ'বার অভ্যাস করুন। পেট টেনে ধরেও করা যায়। তাকে হোল্ডিং বলে।

বিপরীতকরণী ঃ চিৎ হয়ে শুয়ে দু'পা দুটো ওপর দিকে তোলা দু'হাত কনুই থেকে ভেঙে পিঠে ঠেকিয়ে রাখা। সর্বাঙ্গাসনের প্রথম ধাপ বলা যায়।

শীৎকারী ঃ ঝাল লাগলে যেমন করি তেমন সীৎ শব্দে বাতাস ধীরে ধীরে গ্রহণ ও বর্জন। ছ'বার অভ্যাস করতে হবে।

অর্ধকুর্মাসন ঃ হাঁটু মুড়ে বজ্রাসনে বসে দু'হাত মাথায় ওপরে তুলে হাতের তালু জোড় করে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করা। শ্বাস স্বাভাবিক রেখে দশ গোনা পর্যন্ত অবস্থান করা। এভাবে দু'বার। প্রতিবারের পর শবাসনে বিশ্রাম নেওয়া।

ভস্ত্রিকা ঃ ফুঁ দিয়ে শ্বাস বের করা ও পেট টানা। এভাবে ছ'বার। পেট টানা ছাড়া ও পেট টেনে ধরা রাখা —দুভাবেই করা যায়।

সহজ অগ্নিসার ঃ পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসে কোমরের দু'পাশ থেকে কোমর ধরতে হবে যেন বুড়ো আঙুল পিঠের দিকে এবং বাকি আঙুলগুলো নাভির দু'পাশে থাকে। শ্বাস ছাড়া ও পেট টেনে ধরে রাখা, সঙ্গে আঙুলগুলো দিয়ে পেট ভেতর দিয়ে চাপতে হবে। এভাবে ছ'বার অভ্যাস করা।

মৎস্যাসন ঃ পদ্মাসন করে শুয়ে পড়ে দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথার তালু মাটিতে ঠেকানো ও বুক চিতিয়ে শুয়ে থাকা। দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে কনুই ভেঙে মাটিতে ঠেকানো। শ্বাস-স্বাভাবিক। দশ গোনা পর্যন্ত অবস্থান করা। এভাবে দু'বার।

উস্ট্রাসন ঃ নীল ডাউন হয়ে বসুন। দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালি ধরে মেরুদণ্ড পেছনে বেঁকিয়ে স্বাভাবিক শ্বাসে দশ গোনা পর্যন্ত অবস্থান করুন। তারপর বিশ্রাম। এরূপ দু'বার।

সহজ অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন ঃ সুখাসনে বসে ডান হাত পিঠের দিকে নিয়ে ডানডিকে মোচড় দেওয়া। দশ গোনা পর্যন্ত থেকে আবার অনুরূপভাবে বাঁ দিকে মোচড় দেওয়া। দুদিক নিয়ে একবার। এরূপভাবে দু'বার। প্রতিবার দশ সেকেন্ড অবস্থান করা।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক আশীষ সাহা ও টিআইডিসি'র চেয়ারম্যান টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

দুর্গোৎসব : পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

পাথারকান্দি (অসম) , ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাতে আর কদিন। শুরু হবে পিতৃপক্ষ। তার পরই দেবীপক্ষের সূচনা। হিন্দুরা মেতে উঠবেন শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবে। আগামী ৫ অক্টোবর মহাসপ্তমীর বিহিত পুজোর মাধ্যমে শুরু হয়ে মহাদশমী ৮ অক্টোবর। পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মোতাবেক এবার দেবী দুর্গা ঘোটকে আসবেন ও ঘোটকেই স্বগৃহে গমন করবেন। মহোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারও পাথারকান্দির চতুর্দিকে পুজো পুজো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ছে। ইতিমধ্যে মৃৎশিল্পীরা দশভূজা দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরিতে জোর দিয়েছেন। দিন রাত চলছে চরম ব্যস্ততা। পাথারকান্দি মহকুমার প্রতিটি কুমারপট্টিতে মৃৎশিল্পীদের দশভূজা দেবী দুর্গা প্রতিমা তৈরির প্রতিযোগিতা চোখে পড়ার মতো। দিনরাত একাকার করে অতি সযত্নে দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে চলছেন তাঁরা। বড় বড় শহরের মতো প্রান্তিক শহর পাথারকান্দি কিংবা মহকুমার কোনও গ্রামে বিগ বাজেটের প্রতিমা তৈরির খবর না থাকলেও এখানকার মৃৎশিল্পীরা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই মূর্তি গড়ার কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। বর্তমান আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের যুগে প্রতিমা তৈরিতে উপযুক্ত ও সঠিক পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন মৃৎশিল্পী।

তাঁরা বলেন, মৃৎশিল্প তাঁদের পূর্বপুরুষের পেশা।

একমাত্র আয়ের উৎস ও ভরসা মূর্তি বানানোর কাজ না করে পারছেন না। তাই তাঁদের মুনাফা কম হলেও অতি সযত্নে তাঁরা দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করেন। শহরের বিগ বাজেটের উঁচু উঁচু দুর্গা প্রতিমাকে টেক্কা দিয়ে গ্রামাঞ্চলেও মৃৎশিল্পীরা কম বাজেটে সে-ধরনের প্রতিমা তৈরি করে শহুরেদের টেক্কা দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছেন।

পাথারকান্দি-সহ আসিমগঞ্জ, কানাইবাজার, চাঁদখিরা, সোনাখিরা, বৈঠাখাল, হরিবাসর, মেদলি, পুতনি, কুকিতল, আদমটিলা, বুবরিঘাট, চাম্পাবাড়ি, লোয়াইরপোয়া, চোরাইবাড়ি, কাঁঠালতলি, সলগই, হাতিখিরা, শিবেরগুল, বাজারিছড়া, কটামণি, রাঙামাটি, নাগরা, মানিকবন্দ প্রভৃতি স্থানে প্রায় অর্ধশতাধিক মৃৎশিল্পী প্রতিমা তৈরি করছেন।

জানা গেছে, এবার বৃহত্তর পাথারকান্দিতে বারোয়ারি ও ঘরোয়া পুজোর সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। মৃৎশিল্পীদের জন্য সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা থাকলেও তাঁদের ভাগ্যে এখনও তা মিলেনি।

সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির ১৭ তম রাজ্য সম্মেলন মেচেদায়

মেচেদা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির ১৭ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মেচেদার পথসাথী অডিটোরিয়ামে। ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর দু''দিন ধরে চলবে এই সম্মেলন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আরএসপি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী, অমৃত মাইতি, মনোজ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টরা। দু''দিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষকদের নানাবিধ সমস্যা এবং তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। শিক্ষকদের রাজনৈতিক সম্মেলনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। অসুস্থ শরীরেই সম্মেলনে যোগ দেন আরএসপি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী। এদিনের সভায় মূলত রাজ্য সরকারের বকেয়া ডিএ সহ বেতন কমিশন অবিলম্বে ঘোষণা এবং কার্যকর করার জোরদার সাওয়াল করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য অবিলম্বে বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয় এই সম্মেলনে।দু''দিনের এই শিক্ষক সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অসংখ্য বাম শিক্ষাকর্মী অংশ নেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে খুঁজে পাওয়া গেল বিক্রম ল্যান্ডারের অবস্থান : ইসরো

বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সুখবর! অক্ষত অবস্থাতেই রয়েছে বিক্রম ল্যান্ডার। অরবিটারের ক্যামেরায় চন্দ্রপৃষ্ঠে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বিক্রম ল্যান্ডারের অবস্থান। এমনটাই জানালেন ভারতীয় স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) চিফ, কে সিবান। রবিবার দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ ইসরো চিফ জানান, 'আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রম ল্যান্ডারের অবস্থান খুঁজে পেয়েছি এবং অরবিটারের ক্যামেরায় ল্যান্ডারের ছবি ধরা পড়েছে। তবে এখনও ল্যান্ডারের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।'

প্রসঙ্গত, শনিবার ভোররাতে শেষ মুহূর্তেই থমকে গিয়েছিল চন্দ্রযান-২-এর যাত্রা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরেই নীরব হয়ে যায় বিক্রম ল্যান্ডার। কিন্তু ঠিক কী হয়েছিল বিক্রমের? তা নিয়েই চলছে তথ্য বিশ্লেষণ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চেয়ারম্যান কে সিবান জানিয়েছেন, চাঁদের মাটি থেকে ২.১ কিলোমিটার উচ্চতায় গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে বিক্রম লান্ডারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আপাতত খোঁজ মিলেছে বিক্রম ল্যান্ডারের, যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান

রাজৌরি (জম্মু ও কাশ্মীর), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের। পাল্টা যোগ্য ভারতের। রবিবর সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির জেলার সুন্দরবনি এবং নৌশেরা সেক্টর ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা।

প্রায় প্রতিদিনই জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে পাকিস্তান। এদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজৌরি জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখায় গুলি চালিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। এই সময়, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাজৌরি জেলার নৌশারা ও সুন্দরবনি সেক্টরকে লক্ষ্য করে ব্যাপক গুলি চালিয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই পাক সেনাবাহিনী রাজৌরি জেলার নৌশেরা ও সুন্দরবনি সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং গ্রামীণ অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে মর্টার দিয়ে গোলা বর্ষণ করতে থাকে। পাক সেনাবাহিনীর এই ঘৃণ্য ক্রিয়ার প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীও যথাযথ জবাব দিয়েছে। খবরটি লেখা পর্যন্ত সুন্দরবন ও নৌশেরা সেক্টরে উভয় পক্ষের মধ্যে ভারি গোলাবর্ষণ চলছে। বর্তমানে এই গুলিবর্ষণে প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ছাত্রের মৃত্যুতে উত্তাল পাকিস্তান, জ্বলছে স্কুল : বিক্ষোভের মুখে কাঠগড়ায় শিক্ষক

ইসলামাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : লাহোরের গুলশান-এ-রবি এলাকার আমেরিকান লাইসটাফ স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র হাফিজ হুনেইন বিলালকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্র থেকে সাধারণ মানুষ। স্কুলের বাকি ছাত্ররা রেগে গিয়ে ওই স্কুলের দুটি বিল্ডিংয়েই আগুন লাগিয়ে দেয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মৃত ওই ছাত্রের বন্ধুরা জানিয়েছে, বিলালের মাথায় মারে অভিযুক্ত শিক্ষক। অভিযোগ, যতক্ষণ না সে ভিরমি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায় ততক্ষণ ওই শিক্ষক বিলালকে মেরেই চলেছিল। বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়েই তড়িঘড়ি স্কুলে ছোটে তার বন্ধুরা। স্কুলে ঢোকার মুহূর্তে তাদের হাতে ছিল পেট্রলের বোতল। আর তারপরে সেই বোতল দিয়েই স্কুলের দুটি বিল্ডিং জ্বালিয়ে দেয় বিলালের ক্ষিপ্ত বন্ধুরা। বহু চেষ্টার পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। ঘটনায় বহু ছাত্রকে এই মুহূর্তে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে লাহোরের গুলশান-এ-রবি এলাকার আমেরিকান লাইসটাফ স্কুলের শিক্ষককেও। মৃত ওই ছাত্রের পরিবারেরই একজন ট্যুইটারে খবরটি শেয়ার করার পর আরও চাঞ্চল্য বাড়ে।

বরপেটায় ১.৯৮ লক্ষ টাকার জাল নোট-সহ গ্রেফতার দুই

বরপেটা (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চোরা কারবার তথা অবৈধ কাজকর্মের ওপর নজর রেখে বরপেটা পুলিশের ঝুলিতে এসেছে আরও এক সাফল্য। জেলা সদর পুলিশের এক সূত্রের খবরে জানা গেছে, গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই জালনোটের কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে বহু জালনোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বরপেটা জেলা সীমান্ত শাখার ডিএসপি অমৃত কলিতা জানান, তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের এক দল স্থানীয় গরৈমারি বাজারে অভিযান চালিয়ে ১,৯৭,৫০০ টাকার জালনোট উদ্ধার করেছেন। এর সঙ্গে জালনোট ব্যবসায়ী চক্রের দুই চাঁই যথাক্রমে বাঘবরের দীঘিরপাম গ্রামের রকিবুল হুসেন এবং বাঘবরের ১ নম্বর বরদলনি গ্রামের জোনাব আলিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। ডিএসপি কলিতা জানান, ধৃত রকিবুল এবং জোনাব জালনোটগুলি তাদের এএস ০১ এইউ ৮২৯৫ নম্বরের মটর বাইকের সিটের নীচে লুকিয়ে গরৈমারি বাজারে এনেছিল। এখানে টাকাগুলি হস্তান্তরের সময় দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাঁরা। থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে দুজনকে উপযুক্ত ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভাল আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যঊ চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনিঊ রক্তচাপ প্রায় স্বাভাবিক। হৃদস্পন্দন, মূত্র নিঃসরণ ও অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়া প্রায় স্বাভাবিকঊ রবিবার এমনটাই জানান চিকিৎসকরাঊ এদিন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেই বাড়ি ফিরতে চান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীঊ তবে আরও কিছুদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে থাকতে হবে হাসপাতালেঊ

শনিবার রাত থেকেই তাঁর তরল খাবার বন্ধ করে দেন চিকিৎসকরাঊ রবিবার সকালে চা, বিস্কুট খান তিনিঊ আজ থেকেই তিনি সাধারণ খাবার খাবেন বলেই জানিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসকরাঊ এদিন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর দুটি ফুসফুসে নিউমোনিয়া সংক্রমণ রয়েছে। তার জন্য কড়া ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। ওষুধ যাতে ভালোভাবে কাজ করে তার জন্য চলছে নেবুলাইজার।

জানা গিয়েছে গত দু''দিন ধরে রক্ত দেওয়ায় বুদ্ধদেববাবুর হিমোগ্লোবিনের মাত্রা প্রায় স্বাভাবিকঊ অন্যদিকে, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মাত্রা কিছুটা কম

ছয়ের পাতায়

চিংড়িহাটা উড়ালপুল খোলা নিয়ে জট, কেএমডিএকে চিঠি পুলিশের

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শুক্রবার রাত থেকে বন্ধ চিংড়িহাটা উড়ালপুলঊ সোমবার সকাল আটটায় খোলার কথা থাকলেও,উড়ালপুল খোলা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র জটেরঊ চিংড়িহাটা উড়ালপুলের মতো উড়ালপুল বন্ধ থাকায় বাইপাসের বড় অংশ জুড়ে তৈরি হচ্ছে যানজট।আর তাই কলকাতা পুলিশের তরফে কেএমডিএকে চিঠি দিয়ে সোমবার সকাল আটটার মধ্যে উড়ালপুল খোলার আবেদন করেঊ

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিংড়িঘাটা উড়ালপুল বন্ধ থাকায় শনিবার দিনভর ইএম বাইপাসের যানজটে নাকাল হয়েছেন নিত্যযাত্রীরা।পাশাপাশি আজ রবিবার ছুটির দিনেও যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে যাত্রীদেরঊ২০ মিনিটের রাস্তা পেরতে সময় লেগে যাচ্ছে প্রায় ২ ঘণ্টা।সোমবার অফিস টাইমে যাতে নাকাল না হতে হয় যাত্রীদের সেই জন্যই কেএমডিএকে সোমবার সকাল আটটার মধ্যে উড়ালপুলের সাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শেষ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে পুলিশঊতবে অন্যদিকে কেএমডিএ সূত্রে খবর, উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হয়নি। তা করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। ফলে সোমবার সকাল আটটায় কোনওমতেই খোলা সম্ভবপর নয় চিংড়িহাটা উড়ালপুল।কলকাতা পুলিশের চিঠি পেয়ে সোমবার সকাল আটটায় চিংড়িহাটা উড়ালপুল খোলা হবে কিনা তা নিয়ে এখন আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে

রাজস্থানে গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তিন

জয়পুর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত তিন। পাশাপাশি গুরুতর আহত চার। শনিবার গভীর রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের আজমেড় জেলার রূপানগড়ে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে গাড়ির মধ্যে থাকা প্রত্যেকেই টৌঙ্ক জেলার বাসিন্দা। একটি মেলা দেখে ফিরছিল তারা। ফেরার পথে রূপানগড়ে উল্টোদিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় গাড়িটির। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সামাগুড়িতে বুনো হাতির তাণ্ডব, লণ্ডভণ্ড পাকা বসতঘর, ধানখেত, হতাহত নেই

সামাগুড়ি (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়ি বিধানসভা এলাকার গ্রামাঞ্চলে ফের তাণ্ডব চালিয়েছে বুনো হাতির দল। হাতির তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে গৃহস্থের পাকা বসতঘর, ধানের খেত। ঘটনা শনিবার রতে সামাগুড়ির ব্রহ্মচারি সত্র এবং হাঁসচরা বরালি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। তবে কোথা থেকে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতে বুনো হাতির দুটি দল পৃথক পৃথকভাবে সামাগুড়ির ব্রহ্মচারি সত্র এবং হাঁসচরা বরালি গ্রামে হানা দিয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। দুই এলাকার বাসিন্দাদের ধানের খেতে বুনো হাতির দল পড়ে তছনছ করে দিয়েছে। হাঁসচরা বরালি গ্রামের ভুক্তভোগীরা জানান, গতকাল সকালের দিকে তাঁদের গ্রামের পাশে একটি জঙ্গলে অবস্থান করছিল বুনো হাতির দল। সন্ধ্যা নামতেই দলটি গ্রামের জনপদে এসে উপদ্রব সৃষ্টি করে।

এদিকে বুনোহাতির পৃথক একটি দল ব্রহ্মচারি সত্রের আমিনগাঁওয়ে জনৈক দীপামণি বরার পাকা বাসগৃহ গুঁড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। তবে হাতির দল থেকে নিরাপদ দূরে থাকায় তাঁদের পরিবারের কোনও সদস্যের ওপর হামলা করেনি।রাতেই দুই গ্রামের মানুষজন স্থানীয় উদমারি বন দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে বাজি-পটকা পুড়িয়ে হাতির দল দুটিকে জঙ্গলমুখো করতে সক্ষম হন।

জাতীয় সড়কে সরকারি বাস ও টেম্পোর সংঘর্ষ, হতাহতের খবর নেই

কাঁথি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে সরকারি বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঁথি থানার ছত্রধরা এলাকায় দিঘা-ননন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কে রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ। তবে ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের একটি যাত্রীবাহী বাস জাতীয় সড়ক ধরে কাঁথি থেকে দিঘার দিকে যাচ্ছিল। পাশাপাশি একই অভিমুখে একটি ৪০৭ টেম্পোও বাসের সমান্তরালে বেপরোয়া গতিতে যাচ্ছিল। অভিযোগ, ছত্রধরার কাছে ৪০৭ টেম্পোটি ইন্ডিকেটর বা সিগন্যাল না দিয়েই আচমকা রাস্তার ডানদিকে ঘুরে এক বেসরকারি গোডাউনে ঢুকে পড়ে। সটান ব্রেক কষেন সরকারি বাসটির চালক। কিন্তু, ঘটনাচক্রে টেম্পোর পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। বাসের সামনের দিকের অংশ পুরোপুরি ভেঙেচুরে গিয়েছে। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন বাসযাত্রীরা। সামান্য চোট লেগেছে বাসচালকের। এই ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কাঁথি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিদেশী শিল্পীই এবার প্রাণ পাবে কলকাতার উমা

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রতিক্ষার আর মাত্র ২৫ দিনঊআজকের দিনে পরের মাসে দশমীঊতাই,হাতে আর খুব অল্প সময়ঊকুমারটুলিতে জোর কদমে চলছে প্রতিমা গড়ার কাজঊতবে,এবার রয়েছে বিশেষ চমক বিদেশী শিল্পীর হাতে এবার চক্ষুদান হবে বাগুইআটির আমরা সবাই ক্লাব দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গা প্রতিমারঊ

প্রতিবারই নিত্য নতুন চমক দেয় আমরা সবাই ক্লাব।তাই, এবার খোদ কলকাতায় বিদেশী ছোয়া দিয়ে আরো বড়ো চমক দিতে চলেছে আমরা সবাই ক্লাব দুর্গোৎসব কমিটি।বিদেশী প্রতিমা শিল্পী হ্যাং কুয়েতের হাতে তৈরী হচ্ছে আমরা সবাই ক্লাবের দুর্গা প্রতিমাঊ

এই প্রসঙ্গে আমরা ক্লাবের সদস্যদের কথায়, প্রতিবছরই তারা নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একই প্যান্ডেল শিল্পী বা একই প্রতিমা শিল্পীকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। ফলে অন্যরকম কিছু হলেও ধারণায় কোথাও একটা মিল থেকেই যায়। তাই এইবছর বিদেশ থেকে প্রতিমা শিল্পী আনা হয়।এই প্রথমবার কোনও বিদেশির হাতে তৈরি দুর্গা প্রতিমা দেখতে চলেছেন কলকাতার মানুষ।

সোমবার থেকে শুরু বউবাজারের বাড়ি ভাঙার কাজ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সোমবার থেকে বউবাজারে বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হবেঊ পুরসভার অনুমতি নিয়ে বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করবে কেএমআরসিএলের নিজস্ব সংস্থা। রবিবার সকালেই বউবাজারে পৌঁছে যান পুরসভার কর্মীরা। বউবাজার বিপর্যয়ের পর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে যে যৌথ কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই কমিটির তত্ত্বাবধানেই চলবে সমস্ত কাজ। ইতিমধ্যেই এই বাড়ি ভাঙার কাজে সম্মতি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা ঊ

এদিন কেএমআরসিএলের জিএম অ্যাডমিন এ কে নন্দী জানান, "বাড়ি ভাঙার জন্য তিনটি পরিবারের সম্মতি মিলেছে। বাকি দুটি পরিবার হোটেলে আছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সম্মতি নেওয়ার চেষ্টা চলছে। পরবর্তীতে আরও বাড়ি ভাঙার প্রয়োজন হলে তা স্থির করবে কেএমআরসিএলএর বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক দলঊ"

কেএমআরসিএল সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রথমেই চিহ্নিতকরা এলাকার বিপজ্জনক অংশগুলি ভেঙে ফেলা হবে। প্রথম থেকেই দফায় দফায় বাড়ি পরীক্ষা করেছেন কেএমআরসিএলের ইঞ্জিনিয়াররা। সেই তালিকায় অনুযায়ী উঠে এসেছে ৫ টি বিপজ্জনক বাড়ি। সোমবার দুর্গা পিতুরি লেনের ওই ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি বাড়ি ভাঙা দিয়ে শুরু হবে কাজ। তারপর ভাঙা হবে অন্যান্য বাড়ি।

নদিয়ায় সিপিএম নেতাকে গুলি করে খুন, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

তাহেরপুর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নদিয়া জেলার তাহেরপুর থানার অন্তগর্ত বাদকুল্লার দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দারপাড়া এলাকায় শনিবার রাতে এক সিপিএম-কে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। নিহত সিপিএম নেতার নাম বাবুলাল বিশ্বাস (৩৮)। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি বাবুলাল বিশ্বাস শনিবার রাতে বাগবেড়িয়া বাজারের বাবুজি নগরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েক জন দুষ্কৃতি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাবুলালকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চিকিতসকেরা জানিয়েছে বাবুলালের বুকে গুলি লেগেছে।

নদিয়া জেলার সিপিএম নেতা রমা বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের হয়ে লড়েছিলেন। তাই তৃণমূলের গুণ্ডারা তাঁকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। রবিবার সকালেও বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখায় স্থানীয় নেতারা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সবুজ বাঁচাও কর্মসূচি

এগরা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান - এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে চারাগাছ বিতরণ করা হল। রবিবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ''আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস''-এ এক অভিনব উদ্যোগ নিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল কাঁথি সাংগঠনিক জেলা এগরা প্রখণ্ডের (বিধানসভা) উদ্যোগে এগরা-২ ব্লকের পানিপারুল বাসস্ট্যান্ডে ও এগরা-১ ব্লকের গোপীনাথপুর বাজারে এদিন ফলের চারা গাছ বিলি করা হয়েছে।

সংগঠনের জেলা সহ-সভাপতি সূর্যকান্ত দাস বলেন, 'এদিন ''আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস'' উপলক্ষ্যে আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পক্ষ থেকে দু''টি শিবির করে সাধারণ মানুষকে মোট ৫ হাজার ফলের চারাগাছ দিয়েছি। মূলত সবুজ বাঁচাতে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং জল সংরক্ষণের জন্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।' তিনি জানান, এরপরে আমরা আরও প্রায় লক্ষাধিক চারাগাছ দেব। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের এগরা প্রখণ্ডের সম্পাদক রঞ্জিত মাইতি, সমাজকর্মী বিদেশ পাত্র, সমাজসেবী সুধাংশু জানা, সুভাষ দাস, ঋত্বিক চ্যাটার্জি ও গৌতম দে প্রমুখ।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্যোক্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বুদ্ধিবলে জঙ্গল থেকে পালিয়ে বাঁচলেন করিমগঞ্জ কলেজের অপহৃত প্রাক্তন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

পাথারকান্দি (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অপহরণের বারো ঘণ্টার মধ্যে দোহালিয়ার গভীর জঙ্গল থেকে নিজের বুদ্ধিবলে অপহরণকারীদের বেষ্টনী থেকে পালিয়ে বাঁচলেন করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান খান।

আজ, রবিবার সকালের দিকে দু-হাত বাঁধা, পরনের পাঞ্জাবিতে অজস্র রক্তের ছোপ নিয়ে ক্লান্ত মতিউর রহমান খান দোহালিয়ার পাহাড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হেলে-দুলে পাথারকান্দির মধুরবন্দ এলাকার জনৈক চন্দন নাথের বাড়ির উঠোনে আসেন। বিধ্বস্ত চেহারায় এক বুদ্ধিদীপ্ত প্রৌঢ়কে এই অবস্থায় দেখে চন্দনবাবু ও বাড়ির সদস্যরা হতবাক হয়ে যান। তাঁর কাছে পরিচয় পেয়ে ও ঘটনা শুনে হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে মতিউরসাহেবকে বসতে দেন গৃহকর্তা। ইত্যবসরে গ্রামের মানুষ জড়ো হয়ে যান চন্দন নাথের বাড়িতে। আশ্রিত মতিউর রহমানের মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পাথারকান্দি থানায় খবর দেন গৃহস্থ নাথ।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যারাতে মতিউর রহমান খান মহাকল থেকে ভাঙ্গায় তাঁর বাড়িতে ফেরার জন্য জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় শিলচর থেকে করিমগঞ্জগামী একটি অল্টো গাড়ি থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবক নেমে তাঁকে বাড়িতে নামিয়ে দেবে বলে গাড়িতে তুলে নেয়। কিছু দূর যাওয়ার পর অল্টো গাড়িতে তাঁদের দলেরই আরও তিন যুবক ওঠে বসে। গাড়ি ছুটে চলে। কিন্তু তাঁর বাড়ির দিকে নয়, অন্য পথে। তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর চোখ ও মুখ তারা বেঁধে দেয়। তখন আর বুঝতে বাকি নেই, তিনি অপহরণকারীদের খপ্পরে পড়েছেন।

প্রায় দুঘণ্টা পর এক জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রাক্তন অধ্যক্ষ মতিউর খানের দুই হাত ও কোমরে দড়ি বেঁধে একটি গাছের সঙ্গে আটকে রাখে এরা। রাতে তাঁকে একা ফেলে অপহরণকারীরা খাবার খেতে চলে গেলে সুযোগ বুঝে তিনি গাছের সঙ্গে বাঁধা কোমরের বাঁধন খুলে কোনও রকমে পালাতে শুরু করেন। অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত রাত বাঁধা হাত নিয়ে গভীর জঙ্গলে বিভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। জঙ্গলের বিষাক্ত জোঁকের কামড়ে তাঁর সারা শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছে। এই অবস্থায় অজানা জঙ্গলে ছুটতে ছুটতে ভোর হওয়ার আগে মধুরবন্দে চন্দন নাথের বাড়ি পৌঁছে যান। এ ব্যাপারে পাথারকান্দি থানার ওসি সীমান্ত বরা জানান, আহত, ক্লান্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সাহেবকে উদ্ধারের পর তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। এর পর তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে। অপহরণকারীরা প্রাক্তন অধ্যক্ষের কাছ থেকে নগদ টাকা, তাঁর হেফাজত থেকে মোবাইল হ্যান্ডসেট নিয়ে গেছে। তাঁকে অপহরণের পর তাঁর পরিবারের কাছে দশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল বলে জানান ওসি। তবে ঘটনার রহস্য ভেদ করতে পুলিশ তদন্তে নেমে পড়েছে, জানান ওসি ইনস্পেক্টর বরা।

বিশ্ব দাদু-দিদা দিবস উপলক্ষ্যে হাজির ‘বুদ্ধু ভূতুম’

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.):দাদু কিংবা দিদা সবার কাছেই খুব কাছেরউআর আজ রবিবার ‘ওয়ার্ল গ্র্যান্ডপেরেন্টস ডে’উ রাজা রানীর গল্প থেকে রুপকথার গল্প ছোটবেলার বিভিন্ন ধরনের গল্পের একমাত্র সাক্ষী দাদু অথবা দিদাউআর তেই এবার নীতীশ রায়ের পরিচালনায় আসতে চলেছে ‘ঠাকুমার ঝুলি’-র বিখ্যাত গল্প অনুকরণে নতুন ছবি ‘বুদ্ধু ভূতুম’উমুক্তি পেল ‘বুদ্ধু ভূতুম’-এর প্রথম পোস্টার।

শৈশবের স্মৃতিকে উসকে দিতেই এবার বড়পর্দায় আসছে ‘বুদ্ধু ভূতুম’।‘কলাবতী রাজকন্যা’ থেকে ছবির গল্প নেওয়া হয়েছে। রাক্ষস, জাদু, রং ও অ্যাডভেঞ্চার সবই দেখা যাবে ছবিতেউছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে সুজয়কুমার সাহা, মানালি দে, শঙ্কর চক্রবর্তী, লকেট চট্টোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরও অনেককেউউল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এই ছবি তৈরির কাজ শুরু হয়উঅবশেষে ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর।

জরুরী পরিষেবা

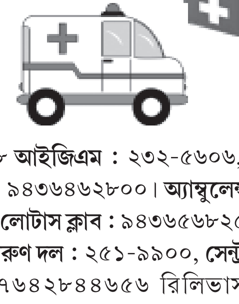

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বৈধ উপায়ে ক্রয় করা জায়গা দখল নিতে পারছেন না মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ সেপ্টেম্বর।। আইন অনুযায়ী নিজের নামের জায়গা রেজিস্ট্রী করে কয়েকজন দুস্কৃতিকারীর দ্বারা দখল নিতে পারছেন না কৈলাসহরের বাসিন্দা মিজাব উদ্দিন আহমেদ। এতে কৈলাসহরে ক্ষোভের বিরাজ করছে। যেকোন সময় বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। মহকুমা শাসক ওই জমির উপর যে ঘর রয়েছে তা সিল করে রেখেছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জমির মালিকানা সমজানো হবে।

খবরে প্রকাশ, গত ২০ মে তারিখ হাজিকমর উদ্দিন আহমেদের ছেলে মিছাব উইদ্দিন আহমেদ নিজের দোকানভিটির সঙ্গের ভিটি সরকারী নিয়ম অনুসারে সজল ভদ্রের কাছ থেকে ক্রয় করেন। রজিস্ট্রী করা দলীল পেয়ে জায়গাটি দখল নেন। মালিকও তাকে সমজাইয়া দেয়। এর পর থেকে কৈলাসহরের কয়েকজন দুস্কৃতিকারীর দ্বারা হেনস্তার শিকার হন মিছাব উদ্দিন। গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিছাব উদ্দিন একথা জানান। তিনি বলেন, তাঁকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জোর করে জায়গা দখল নিতে চাইছে। পুলিশ বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর
নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। অন্যথায় মন্দির নগরীর ঐতিহ্য ক্রমশ ম্লান হয়ে যাবে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর
এসব জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছে কংগ্রেস দল। ১৮ মাসে নতুন সরকার নতুন নতুন কর বৃদ্ধি করা ছাড়া জনগণকে কি দিয়েছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক।

নথি

● প্রথম পাতার পর
মূল্য ১৯ লক্ষ টাকা। এভাবেই মানুষকে ঠকানোর একটি চক্র চালাত পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক। ২০১৬ সাল থেকে তারা এ কাজে এখানে নিয়োজিত, জানিয়েছে পুলিশ।

ব্যাঙ্ক

● প্রথম পাতার পর
সম্পাদক রাধা মোহন সিনহা। ৭জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে সংবিধান সংশোধনী সহ ৪টি প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল লক্ষ্য করার মতো।

অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর
রাজধানী আগরতলা শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে ১১টি নাকা পয়েন্ট তৈরি করা হবে।

সেখানেই পুজার দিনগুলিতে নির্ধারিত সময়ে সমস্ত প্রকার যানবাহন আটকে দেওয়া হবে। পুজার দিনগুলি অবাদ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজা উদ্যোক্তা সহ রাজ্যবাসীর সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর
চলছে বলে ভূপেন হাজরিকাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতির অ্যাম্ব্যাসাডর আখ্যা দিয়ে তিনি অমিত শাহ বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদী তাঁকে প্রকৃত সম্মান দিয়েছেন।’

অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, ডোনারমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালদের সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত সময়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অধিবেশনের সূচনা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অধিবেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পুলিশ-প্রধান, অসমের সাংসদরা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরপূর্ব পরিষদের চেয়ারম্যান।

ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন (ডোনার) দফতরের স্বতন্ত্র প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং এবং সংশ্লিষ্ট শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বেলা ১১:৪৫ মিনিটে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে সোজা চলে যান অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে। বড়ঝাড় বিমানবন্দরে অমিত শাহকে উষ্ণ স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিজেপি-র অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, দলের কয়েকজন নেতা এবং প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর
তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল পলিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করার লক্ষ্যে দোকানে দোকানে হানাদারি চালিয়েছিল। তখনই ওই দুই মৎস্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রচুর পলিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করে জরিমানা করেছিল প্রশাসন। কিন্তু দুই ব্যবসায়ী রবি দাস ও রতন দাস জরিমানার টাকা দেয়নি, উল্টো প্রশাসনকে গালাগাল দেয়। এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফে ওই দুই মৎস্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। নির্ধারিত ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
তাই তাঁরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন যাতে যত কম সংখ্যক সম্ভব প্লাস্টিক ব্যবহার করেন। যদি সম্ভব হয়, তবে প্লাস্টিক ব্যবহার না করলেই ভালো। তাছাড়া ডাবের মধ্যে চারা গাছ লাগানোর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমরা বীজ থেকে চারা গাছ তৈরির জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করি। কিন্তু প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে যদি আমরা ফেলে দেওয়া ডাবের খোসা ব্যবহার করি তবে যখন চারা গাছ মাটিতে লাগানো হবে তখন তা পচে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। এর ফলে ডাব পচে একদিকে যেমন জৈবসার তৈরি হবে তেমনি প্লাস্টিক ব্যবহার না করায় দূষণও কম হবে। মশারির নেট দেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বাড়ির শৌচালয়ের ট্যাঙ্কে মশা ডিম পাড়ে ও নতুন মশার জন্ম হয়। তাই শৌচালয়ের গ্যাস নির্গমনকারী পাইপের মাথায় যদি নেট বেঁধে দেওয়া হয় তবে মশার বংশ বৃদ্ধি অনেকটাই কমে যাবে।

তাঁরা এদিন আগরতলা পুর নিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এই কর্মসূচি সূচনা করার কারণ হিসেবে পাপিয়া দত্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওয়ার্ডকে আদর্শ ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তাই তাঁরা এখান থেকে কর্মসূচির সূচনা করলেন। তিনি আরও জানান, মহিলা মোর্চার সদস্যরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভিযান চালাবেন। এদিন তাঁরা যে ব্যানারটি ব্যবহার করেছেন এটিও বায়ো-ডিগ্রেডেবল বলেও জানান।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

পাচের পাতার পর
রয়েছে তাঁর শরীরেউ তার জন্য চালানো হচ্ছে স্যালাইনের মধ্যেই মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওষুধউ চিকিতকরা জানিয়েছেন, মনে করা হচ্ছে এই সপ্তাহের মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন বুদ্ধদেববাবুউ এই সপ্তাহতেই বাড়ি যেতে পারবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীউ

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

আটের পাতার পর
জন্য রাস্তার সন্নিকটে অবস্থিত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার মাসিক ২০০ টাকা করে সাহায্য দেবে।

রাজ্য সরকার অটল জলধারা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সুবিধা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্যের খরচে ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের এমন একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার গত বছর ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (টি ইউ ডি এ) গঠন করেছে এবং এই আরবান সংস্থাটি আগরতলায় ১০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য তিনটি টাউনশীপ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজ্য সরকার খব শীঘই ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ৫০০০ ক’ষক পরিবারকে ১০,০০০ গাভী প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প চালু করবে। কিছুটা হলেও কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করা, দুধের চাহিদা পূরণ ও অপুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা হ্রাসে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাভী কিনতে হবে। উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যময় পারস্পরিক সংস্ক’তি, সম্পীতি ও ঐক্যকে দ’ঢ় করতে রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুদূরপ্রসারী ‘কালচার্যাল হাব’ গড়ে তোলার প্রস্তাব দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংস্ক’তি মন্ত্রকের অধীন স্ব-শাসিত সংস্থা ললিতকলা একাডেমি, ন্যাশন্যাল স্কুল অব ড্রামা, সাহিত্য একাডেমি ও সঙ্গীত নাটক একাডেমির শাখা কেন্দ্র এই হাব-এ অন্তর্ভক্ত হবে। ত্রিপুরার জনসংখ্যার এক ত’তীয়াংশ অর্থাৎ ১৯টি জনজাতি সম্পদায়ের লোক রয়েছে। তাদের পারস্পরিক জীবন ও সংস্ক’তিকে আরো উৎসাহ দিতে ও উন্নয়ন ঘটাতে আগরতলায় সম্পতি ভারতের চারু শিল্পের জাতীয় সংস্থা তথা ললিতকলা একাডেমির এক আ’লিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।রাজ্যে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বা’লে আরো বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ স’ষ্টি করতে রাজ্য সরকার শীঘই একটি আই টি হাব স্থাপন করবে। এই আই টি হাব স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নে দ’ঢ় প্রতি’। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্বা’লের ছেলেমেয়েদের আই টি ক্ষেত্রে চাকুরির জন্য আর ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ বা চেন্নাই-এ ছুটে যেতে হবে না।

এন ই সি সংক্রান্ত বিষয় ঃ

উত্তর-পূর্বা’ল পর্ষদের ৬৬তম প্লেনারি বৈঠকে এন ই সিক্ষ্মর গতানুগতিক বাজেট বরাদ্দ সমস্ত উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলির জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয় ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, জনসূচক ইত্যাদি সূচকের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা ১২ বাজেট বরাদ্দ পাবে। তথাপি বিগত পাঁচ বছরের (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯) অর্থ প্রদানের নিরিখে লক্ষ্য করা গেছে এই সময়ে ত্রিপুরা মাত্র ৭.২০ শতাংশ অর্থ লাভ করেছে। এটা আমাদের রাজ্যের কাছে খবই উদ্বেগের বিষয়। তাই নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরাতে ১২ শতাংশ অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।বর্তমানে উত্তর-পূর্বা’ল পর্ষদের বাজেটের ৬০ শতাংশ অর্থ আটটি উত্তর-পূর্বা’লীয় রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় ভাগ হিসেবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও মন্ত্রণালয়গুলির জন্য রেখে দেওয়া হয় বিভিন্ন আ’লিক প্রকল্প রূপায়নের জন্য। এখন তার পরিবর্তে উত্তর-পূর্বা’লীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পর্ষদের বাজেটের ৯০ শতাংশ অর্থ ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বাকি ১০ শতাংশ অর্থ উত্তর-পূর্বা’ল পর্ষদ রেখে দিতে পারে এই অ’লে বিভিন্ন জরুরী প্রকল্প হাতে নেবার জন্য। ডোনার যেভাবে প্রকল্প অনুমোদন করে সেই মত বিভিন্ন রাজ্যে প্রকল্প চূড়ান্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেত’ত্বে একটি কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এতে পর্ষদের প্রকল্পের অনুমোদন এবং রাজ্যে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্পের মূল্য কমানো বাড়ানো এবং কম্পোনেন্ট ভিত্তিক পরিবর্তন করার জন্য রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে।

চলতি অসমাপ্ত প্রকল্পগুলিকে শেষ করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উত্তর-পূর্বা’ল পর্ষদ-কে দেওয়া ৫৮০ কোটি টাকা খবই কম। তার মানে অপেক্ষমান সমস্ত নতুন প্রকল্প রূপায়নের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অর্থই থাকবে না। আ’লিক বৈষম্য দূরীকরণে পর্ষদক্ষ্মকে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ দেওয়া দরকার এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এন ই সিক্ষ্মর বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর-পূর্বা’ল পর্ষদের অর্থে রূপায়িত অসমাপ্ত প্রকল্পগুলির জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার তার মধ্যে ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় অর্থরাশি বোধ হয় সবচেয়ে কম। তাই আমি ডোনার মন্ত্রককে অনুরোধ করব ত্রিপুরার জন্য কিছু নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য। ৬৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হাপানিয়াতে ”রিজিওন্যাল নার্সিং কলেজ,” সূর্যমনিনগর সাব-স্টেশন থেকে উদয়পুর সাব-স্টেশনে (৪০ কিমি) পর্যন্ত (উদয়পুরের বনদুয়ারে দুটি ফিডার সহ) ৩৮.৭৭ কোটি টাকা মূল্যের ১৩২ কেভি ডি/সি বিদ্যৎ পরিবাহী লাইন নির্মাণ এবং নর্থ-ইস্ট রোড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্কিম এন ই আর এস ডি এস-এর আওতায় ৮২.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হামুনপুই এন এইচ ৪৪-‘এ’ থেকে দামছড়া (ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত) ভায়া ত্রিপুরার মনচুয়াং সড়কের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রয়েছে। উত্তর-পূর্বা’লের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুসারে উত্তর-পূর্বা’ল পর্ষদক্ষ্মকে সময় সময় এ ব্যাপারে অবগত রাখা যেতে পারে যাতে পর্ষদ আ’লিক পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভারত সরকার সম্পর্কিত বিষয় :

কেন্দ্রীয় প্রকল্প (সি এস এস) এবং সেন্ট্রাল এসিস্ট্যান্স টু স্টেট প্ল্যান (সি এ এস পি)-এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আর্থিক সমস্যার সম্মখীন হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলির অর্থ বরাদ্দের নিয়ম ৯০ অনুপাত ১০ হলেও রাজ্যের পক্ষে ১০ শতাংশ অর্থের সংকুলান করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সি এস এস-এর বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। এতে শুধুমাত্র রাজ্যগুলিই ব’তি হয় না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলিও এই অ’লের জন্য বরাদ্দ বাজেটের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ১০ শতাংশ অর্থ খরচ করতে পারে না। উত্তর-পূর্বা’লের সবগুলি রাজ্যের চিত্রই এক রকম হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে আমি বলবো উত্তর-পূর্বা’লের ক্ষেত্রে পর্ষদের অর্থে রূপায়িত প্রকল্পগুলিতে ১০০ শতাংশ অর্থের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। সুবিধা হবে যদি এন ই সি তার বাৎসরিক বাজেটের ১০ শতাংশ অর্থ সরিয়ে রাখে এই অ’লের রাজ্যগুলিতে সি এস এস এবং সি এ এস পি প্রকল্পে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ১০ শতাংশ রাজ্য শেয়ারের খরচ বহন করার জন্য। এভাবে সি এস এস প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট কেন্দ্রীয় অর্থের সংস্থান থাকলে উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলি খবই উপক’ত হবে। এ রাজ্যের যে সমস্ত সড়ককে নীতিগতভাবে জাতীয় সড়ক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে বি’প্তি জারি করার জন্য সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান জাতীয় সড়কগুলির মেরামত ও দেখাশোনার জন্যও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে নদীভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হলে চ-গ্রাম বন্দর ও ত্রিপুরা সহ আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম ইত্যাদি উত্তর-পূর্বা’লীয় রাজ্যের মধ্যে মাল পরিবহণে সুবিধা হবে। এতে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বা’লের গেটওয়েতে পরিণত হবে। গোমতী নদীকে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট হিসেবে ঘোষণা করে এই প্রকল্প শীঘই শুরু করা যেতে পারে ও ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে তাদের সি এস আর ফাণ্ডের ১০ শতাংশ উত্তর-পূর্বা’লীয় রাজ্যগুলিতে ব্যয় করার জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহান উদ্যোগ ’হীরা’-কে বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। ফলে শুধু পর্যটন ক্ষেত্রেই নয় আরও বহু ক্ষেত্রের বিকাশে সুবিধা হবে।ভারত সরকারের নতুন ও পুনর্নবীকরণ শক্তি এম এন আর ই মন্ত্রক গ্রীডযুক্ত ছাদের উপরে সোলার প্রকল্প, ফেস-২ চালু করেছে এবং তাতে ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত ৪০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদান এবং ৩ কিলোওয়াট-র বেশি হলে ২০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচের কারণে টেণ্ডারে দেখা গেছে ত্রিপুরায় এর প্রক’ত খরচ নির্দিষ্ট সীমার তুলনায় অনেক বেশি। প্রক’ত কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার সি এফ এ পরিমাণ ৪০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ হতে পারে এবং বাকি খরচ সুবিধাভোগীকে বহন করতে হবে। এভাবে সুবিধাভোগীর উপর আর্থিক চাপের কারণে একই ছাদের উপর সোলার প্রকল্প এবং নতুন সোলার পাম্প ও বর্তমান পাম্পগুলিকে সোলারে পরিবর্তিত করার প্রকল্প চাষিদের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই ৯০ শতাংশ অনুদান এবং ১০ শতাংশ সুবিধাভোগীর অংশীদারিত্ব করলে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

এর আগে রাজ্যগুলির শেয়ার ১০ শতাংশ থাকলেও অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রেই রাজ্যগুলির শেয়ার ১০ শতাংশের বেশি রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মার্ট সিটি প্রকল্পে রাজ্যের শেয়ার হচ্ছে ৫০ শতাংশ। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার দরুণ উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলির পক্ষে শেয়ারের এই অর্থ বহন করার ক্ষেত্রে অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

এন ই সি এবং অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই রাজ্যের শেয়ার আগে রিলিজ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে বলা হচ্ছে। এতে এর আগের পদ্ধতি থেকে পরিষ্কার সরে আসা হচ্ছে। এন ই সি এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্যের শেয়ার আগে রিলিজ করার মতো শর্ত না থাকা উচিত। এতে প্রকল্প রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় এবং রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে দারুণ সমস্যার স’ষ্টি করে। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন।রাজস্বের দিক দিয়ে উত্তর-পূর্বা’লের অধিকাংশ রাজ্যই অপর্যাপ্ত। স্বাভাবিক পদ্ধতি ছাড়াও ফিনান্স কমিশন রেভিনিউ গ্যাপ গ্র্যান্ট ম’র করার সুপারিশ করেছে। এটা দেখা গেছে যে জি এস টির মতো বিষয় কম আদায় হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় করের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়েও একটা অতিরিক্ত গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ত্রিপুরা ১৪৬১ কোটি টাকা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে যা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের চেয়েও কম। রাজস্বের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এমন রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় করের ঘাটতির অংশও নিজেদের উদ্যোগেই মেটাতে হবে। উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলির পক্ষে এই ঘাটতি মেটানো খবই কষ্টকর। তাই রাজস্বের দিক দিয়ে অপর্যাপ্ত উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত রেভিনিউ গ্যাপ গ্র্যান্ট প্রদানের মাধ্যমে এই ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, উত্তর-পূর্ব পর্ষদের এই বৈঠকের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের সুসংহত উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে।

“গুমনামী”

আটের পাতার পর
নেতাজী। কিন্তু কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেন নি। পাশাপাশি, তাঁর মৃত্যুর প্রমাণও পাওয়া যায় নি আজ পর্যন্ত।তিনি তারপরেও বেঁচে ছিলেন !বিমান দুর্ঘটনায় কি তিনি মারা গেছিলেন !সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে ‘গুমনামি’উতাছাড়াও বহু বছর ধরেই এই প্রশ্ন ঘুরে বেরাচ্ছে নেতাজির সাথে কি গুমনামী বাবার কোনও সম্পর্ক আছে।কে এই গুমনামী বাবা! সেই প্রশ্নের উত্তরও মিলবে পরিচালক সৃজিতের ”গুমনামী” ।ছবিতে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়,অনির্বাণ ভট্টাচার্য, তনুশ্রী চক্রবর্তীকে।

”গুমনামী”-র ট্রেলারে দেখে যায় খাওয়া-নাওয়া ভুলে নেতাজির মৃত্যুরহস্য একজনের ব্যক্তিগত জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল এবং প্রভাব ফেলেছিল তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কে, দেখা গেল তারও ঝলক। সে হলেন ‘মিস্টার ধর’উ ‘মিস্টার ধর’-এর ভূমিকায় দেখা গেল অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে। এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন তনুশ্রী চক্রবর্তী। হিন্দি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই মুক্তি পেয়েছে ট্রেলার। আগামী ২ অক্টোবর মুক্তি পাবে ‘গুমনামি’

আলোচনাচক্র কাঁথিতে

আটের পাতার পর
২০১১-এর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এ রাজ্যে বিভিন্ন পুজো কমিটি, ক্লাবকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। অথচ শিক্ষক, নার্স, সরকারি কর্মচারীরা টাকা পাচ্ছে না। ধর্মীয় সুড়সুড়ির মধ্যে তৃণমূল বিভাজনের রাজনীতি করছে। তাই এই ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত। এটা আমাদের রুখে দিতে হবে।’ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য সুখবিলাশ বর্মা, কাঁথি পিপলস ফোরামের সভাপতি ক্ষীতিন্দ্র মোহন সায়, সহ-সভাপতি মামুদ হোসেন, সম্পাদক অনিল বরণ মিশ্র, সিপিএমের জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি, জেলা কমিটির সদস্য আশীষ প্রামানিক প্রমুখ।

যুবক

● প্রথম পাতার পর
সবকিছু হয়ে যায় অনলাইন মোবাইলের মাধ্যমে। ধরাছোঁয়ার বাইরে তীরের এজেন্ট ও খেলায় নিযুক্ত মানুষরা। তবুও অবশেষে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তীরের এজেন্ট সহ তীর খেলায় নিযুক্ত এক যুবক আটক হওয়াতে জনমনে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস এসেছে। দীর্ঘদিন থেকে উত্তর জেলার কদমতলা থানা এলাকায় তীর জুয়ার রমরমা চলে আসছে। তীর জুয়ার ফলে নব প্রজন্ম থেকে শুরু করে সকল স্তরের মানুষ ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে।

রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নের মিথ্যে আশায় তীর খেলাতে যুক্ত হয়ে সর্বসান্ত হয়েছে অনেক মানুষ। মুষ্টিমেয় কিছু অসাধু তীরের এজেন্টরা আধুনিক যুগে মোবাইলের মাধ্যমে শিলংয়ে তীর খেলার রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে গোটা কদমতলা থানা এলাকায় তীর খেলা জাঁকিয়ে বসেছে। স্থানীয় মানুষ প্রতিদিন বেলা বাড়ার সাথে সাথে নিজের মর্জি মাফিক ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত নম্বর এর উপর টাকা লাগান। বিকেলবেলা শিলংয়ে এই তীর খেলার যে রেজাল্ট আসবে অর্থাৎ যে নাম্বারটি উঠবে সেই জয়ী হবে, আর শর্তসাপেক্ষে মুনাফাটা ওই ব্যক্তি পাবে। কিন্তু সেই নেশার লোভে কদমতলা থানা এলাকার সাধারণ মানুষ আজ সর্বসান্ত। অবশেষে আজ কদমতলা থানার এসআই প্রাজিত মালাকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে লালছড়া বাজার থেকে তীরের নাম্বার কাটাকালীন অবস্থায় তীরের এজেন্ট অভিজিৎ কর্মকার (৩৮) ও তীর খেলায় যুক্ত পিকি নাথ চৌধুরী (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেন। জানা গেছে, অভিজিৎ কর্মকার ধর্মনগর থানাধীন দক্ষিণ নয়াপাড়ার বাসিন্দা।

সে দীর্ঘদিন যাবৎ লালছড়া বাজারে তীরের অবৈধ ব্যবসা চালাতো। অপরদিকে পিকি নাথ চৌধুরী স্থানীয় ইচাইলালছড়ার বাসিন্দা। কদমতলা থানার এস আই প্রাজিত মালাকারের এই তীর বিরোধী অভিযানে কদমতলা থানা এলাকায় সাধারণ জনগণের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। পাশাপাশি এসআই প্রাজিত মালাকার জানান, উনারা প্রতিনিয়ত তীর জুয়ার অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান অব্যাহত রাখবেন। পাশাপাশি এই চক্রের মূল পান্ডাদেরকেও পাকড়াও করার প্রয়াস জারি রাখবেন। জুয়ার কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে বহু পরিবার। বহু যুবকের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ধাবিত হচ্ছে। মহিলারাও এই বদ নেশায় আসক্ত হচ্ছেন। এই বিপজ্জনক প্রবণতা বন্ধ করতে প্রশাসনকে সুকৌশলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এটাই হবে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার অন্যতম উপায়। আর তাতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নও বাস্তবায়িত হবে।

সংগঠন

● প্রথম পাতার পর
প্রদেশের সম্পাদক সরোজ দেব বলেন, দুর্নীতির ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু পদত্যাগই শেষ নয়। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা জরুরি এবং সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। তদন্ত কমিটি গঠিত হলে আরও অনেকেরই নাম ওঠে আসতে পারে। এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে যাদের নাম ওঠে আসবে তাদেরও গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো প্রয়োজন। কারণ এটি উচ্চশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা দেশ গঠনের কাজে লাগবেন। কিন্তু এখানেই যদি দুর্নীতি হয় তবে দেশ ও সুষ্ঠু সমাজ কখনও গঠন করা সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি আগরতলার একটি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে স্টিং অপারেশনে দেখা যায় উপাচার্য ভিএল ধারুরকর কোনও এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন। স্থানীয় ওই সংবাদ মাধ্যমের তরফে দাবি করা হয়, তিনি কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে এক ঠিকাদারের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে টাকা নিচ্ছেন। এর পরেই সমালোচনা শুরু হয় এবং তিনি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

জসপ্রীত বুমরার প্রশংসায় কী বললেন অনিল কুম্বলে

বিশ্ব ক্রিকেটের সব ফর্ম্যাটে রীতিমতো ত্রাস হয়ে ওঠা জসপ্রীত বুমরা এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম ভরসা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে একটি হ্যাটট্রিক সহ দুই টেস্টে ১৩ উইকেট নেওয়া বুমরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট বিশ্ব। এবার ভারতীয় ফাস্ট বোলারের প্রশংসায় সরব হলেন স্পিন লেজেন্ড অনিল কুম্বলে। জসপ্রীত বুমরা ভারতের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার হতে চলেছেন বলে বিশ্বাস করেন অনিল কুম্বলে। তাঁর মতে, গ্রেট হওয়ার জন্য যে ধারাবাহিকতা ও গুনের প্রয়োজন, তা বুমরার মধ্যে বিদ্যমান। ক্রিকেটের সব ফর্ম্যাটে ম্যাচের যে কোনও মুহূর্তে এই তরুণ ফাস্ট বোলার বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন বলেও মনে করেন অনিল কুম্বলে। ২৫ বছরের বুমরা আগামী দিনে নিজের ফর্ম ধরে রাখতে সক্ষম হলে অনেক দূর পৌঁছবেন বলেও বিশ্বাস করেন ভারতের স্পিন লেজেন্ড। জসপ্রীত বুমরা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পাঁচ-ছয় বছর পিছনে চলে গেছেন অনিল কুম্বলে। যখন প্রথম আইপিএলে খেলতে এসেছিলেন ভারতীয় ফাস্ট বোলার। এরপর বুমরা যেভাবে নিজের উন্নতি ঘটিয়েছেন, তাতে মুগ্ধ হয়েছেন কুম্বলে। তাঁর মতে, লেথাল বোলিং-কে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন জসপ্রীত বুমরা।

হ্যারি কেনের হ্যাটট্রিকে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে বড় জয় ইংল্যান্ডের, জয়ী পর্তুগাল-ফ্রান্স

অধিনায়ক হ্যারি কেনের হ্যাটট্রিকে ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বের ম্যাচে বুলগেরিয়াকে ৪ গোলে হারাল ইংল্যান্ড। দাপুটে জয় পেল ফ্রান্স ও পর্তুগালও।

ইংল্যান্ডের জয় ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বের গ্রুপ এ-র ম্যাচে বুলগেরিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড। ম্যাচে প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক দেখায় ইংরেজদের। ২৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন। ৪৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল দেন তিনি। ৫৫ মিনিটে ইংল্যান্ডকে তিন গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দেন রাহিম স্টারলিং। ৭৩ মিনিটে ফের পেনাল্টি থেকে গোল দিয়ে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করেন হ্যারি কেন। পর্তুগালের জয় ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বের গ্রুপ বি-র ম্যাচে সার্বিয়াকে ৪-২ গোলে হারাল পর্তুগাল।

রাজকো মিটিক স্টেডিয়ামে পর্তুগালের হয়ে দুটি গোল করেন ব্রুনো ফর্নান্ডেজ। একটি করে গোল করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও বার্নার্ডো সিলভা। সার্বিয়ার হয়ে গোল দেন নিকোলা মিলেনকোভিচ ও আলেকজান্ডার মিতরোভিচ। বড় ব্যবধানে জয়ী ফ্রান্স ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বের গ্রুপ এইচের ম্যাচে আলবানিয়াকে ৪-১ গোলে হারাল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। ফরাসি দলের হয়ে ২টি গোল করেন কিংসলে কোমান। অলিভিয়ের জিরুদ ও নানিটামো ইকোনে ১টি করে গোল দেন। ম্যাচে পেনাল্টি মিস করেন আন্টোনিও গ্রিজম্যান।

বোর্ডের শো-কজ চিঠি পেয়ে ক্ষমা চাইলেন ভারতীয় উইকেটকিপার

নিয়মভঙ্গ করায় তাঁকে শো-কজ চিঠি ধরিয়েছিল বিসিসিআই। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে সেন্ট্রাল চুক্তি বাতিল করা হতে পারত! শেষ পর্যন্ত নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায়, বোর্ডের রোষানল থেকে রেহাই পেতে চলেছেন ভারতীয় উইকেটকিপার। চিঠির মাধ্যেমে অনিচ্ছাকৃত ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন দীনেশ কার্তিক। যার পর জল বেশিদূর না টেনে নিয়ে গিয়ে এখানেই পুরো বিষয়টি মিটিয়ে দিতে চাইছে বোর্ড। ফলে শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে না দীনেশকে। ঠিক কী ঘটেছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজির দল ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের ম্যাচের সময়ে ড্রেসিংরুমে তাঁদের সমর্থনে ঐ দলের জার্সি পরে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সিনিয়র উইকেট কিপার দীনেশ কার্তিক। প্রসঙ্গত শাহরুখের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরের অধিনায়কের ভূমিকায় রয়েছেন তিনি। কেন বোর্ডের রোষানলে দীনেশ আইপিএল বিসিসিআই স্বীকৃত হলেও ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগ ভারতীয় বোর্ড স্বীকৃত নয়। সেক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য দেশের ক্রিকেট লিগের ড্রেসিংরুমে দীনেশের উপস্থিতিকে বোর্ডের কর্তারা একেবারেই ভালো চোখে দেখেননি। এই কারণেই তাঁকে শো-কজের নোটিশ ধরানো হয়। দীনেশের জবাব দীনেশকে শো-কজের চিঠি ধরিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কারণ জানতে চাওয়া হয়। যার উত্তরে নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। চিঠিতে দীনেশ বলেছেন, "অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে বোর্ডের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।" সঙ্গে ভারতীয় উইকেটকিপার জুড়েছেন, "কেকেআরের নতুন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের অনুরোধেই ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের জার্সি পরে ড্রেসিংরুমে ছিলাম। " সঙ্গে কার্তিক চিঠিতে পরিষ্কার করে দেন, "ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগের ঐ দলের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। দলের কোনও প্রচারমূলক অনুষ্ঠানেও তিনি অংশ নেননি।"

ইন্ডিয়া গ্রিনকে ইনিংস ও ৩৮ রানে হারিয়ে দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া রেড

ইন্ডিয়া গ্রিনকে এক ইনিংস ও ৩৮ রানে হারিয়ে দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল ইন্ডিয়া রেড। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সবকটি বিভাগে প্রাধান্য বিস্তার করে জয়ী দল। বেঙ্গালুরুর এম চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইনালে টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ইন্ডিয়া গ্রিন। প্রথম ইনিংসে ২৩১ রানে গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। ইন্ডিয়া গ্রিনের হয়ে সর্বাধিক ৭৬ রান করেন মায়াঙ্ক মারকান্ডে। ইন্ডিয়া রেডের হয়ে ৪ উইকেট নেন জয়দেব উনাদকাট। ২টি করে উইকেট নেন সন্দীপ ওয়ারিয়র, আবেশ খান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইন্ডিয়া রেডের হয়ে প্রথম ইনিংসের শুরুটা দুর্দান্ত করেন অধিনায়ক প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল ও অভিমণ্যু ইশ্বরণ। ১৫৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন অভিমণ্যু। ৩৮৮ রানে শেষ হয় ইন্ডিয়া রেডের প্রথম ইনিংস। ইন্ডিয়া গ্রিনের হয়ে সর্বাধিক ৩টি করে উইকেট নেন অঙ্কিত রাজপুত ও ধর্মেন্দ্রাশিষ জাদেজা। দুই উইকেট নেন তানবীর উল হক। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১১৯ রানেই শেষ হয়ে যায় ইন্ডিয়া গ্রিন। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন সিদ্ধেশ লাড। ইন্ডিয়া রেডের হয়ে সর্বাধিক ৫ উইকেট নেন অক্ষয় ওয়াখারে। তিন উইকেট নেন আবেশ খান।

জর্জকে ৪ গোলে উড়িয়ে কলকাতা লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে মোহনবাগান

ঘরের মাঠে জর্জ টেলিগ্রাফকে উড়িয়ে দিল মোহনবাগান। কলকাতা লিগের ম্যাচে জর্জকে ৪-০ গোলে হারাল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচ শেষে ১১ পয়েন্ট নিয়ে, লিগের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠে এল মেরিনার্সরা। ম্যাচের শুরুতেই ১৫ মিনিটের মধ্যে লিড পায় মোহনবাগান। বাগানের প্রথম গোলটি আসে ভিপি সুহেরের হেডে। চুল্লোভার সেন্টারে মাথা ঠেকিয়ে দলকে এগিয়ে দেন সুহের। এরপর ৩৫ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন চামরো। গুরজিন্দরের সেন্টার থেকে এবার দূরপাল্লার হেডে গোল চামরোর। প্রথমার্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়েন বাগান। দ্বিতীয়ার্ধে এরপর নাওরেম ৩-০ করেন। ফের গোলে অবদান চুল্লোভার। তাঁর বাড়ানোর সেন্টার থেকে গোল করেন নাওরেম। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার ৫ মিনিট আগে গঞ্জালেসকে দিয়ে গোল করিয়ে জর্জের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন নাওরেম। ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিনি। নাওরেমের নীচু ক্রসে মাথা ঠেকিয়ে গোল পান গঞ্জালেস। সব মিলিয়ে রবিবাসরীয় বিকেলে চার গোলে ম্যাচ জিতে লিগ কলকাতা লিগের শীর্ষস্থানে উঠে এল মোহনবাগান।

বাবার মৃত্যু, চোখের জলে নতুন শপথ! দাদাকে প্রতিজ্ঞায় কী বলেছিলেন, রহস্য ভাঙলেন কোহলি

বাবার মৃত্যুর পর পরিবারকে কথা দিয়েছিলেন, বাবার স্বপ্ন পূরণ করে দেশের জার্সিতে ক্রিকেট খেলবেন। আজ সেই স্বপ্ন শুধু পূরণই হয়নি, বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিরাট। ক্রিকেট পণ্ডিতরা যাকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে আগামী দিনে বিরাটের ব্যাটের সামনে আর কোনও রেকর্ডই অক্ষত থাকবে না! কীভাবে পাল্টালেন বিরাট সম্প্রতি এই সাক্ষাৎকারে বিরাট বলেছেন, "১৮ বছর বয়সে বাবাকে হারাই। সেই ঘটনাই মনকে ইস্পাত কঠিন করে দিয়েছিল। এরপর শুধুই ক্রিকেট আর বাবার স্বপ্ন চোখের সামনে ভাসত। বাবা আমাকে ক্রিকেটার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। আমার পরিবার ও বাবার এই স্বপ্নকে তাড়া করে গিয়েছি।" সঙ্গে বিরাট আরও জুড়েছেন, "বাবার মৃত্যুর পর দাদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলব। " চোখের জল থেকে নতুন শপথ স্মৃতিচারণায় কোহলি বলেছেন, "বাবার মৃত্যুর দিনের পরের সকালে ব্যাটিং করার কথা ছিল। আগের দিন দিল্লি দলের হয়ে রঞ্জি ম্যাচে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ৪০ রানে অপরাজিত ছিলাম। কোচকে বাবার মৃত্যুর খবর জানাই। কোচ পরিবারের পাশে থাকতে বললেও সেদিন মাঠে নেমে দলের হয়ে ব্যাট করেছিলাম। পরে বাবার সৎকার করি। আক্ষরিক অর্থেই বাবাকে চোখের সামনে মারা যেতে দেখেছিলাম। অসুস্থ হওয়ার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ব্যাটিংয়ের পরে ড্রেসিংরুমে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। এরপর চোখের জলে দেশের জন্য ক্রিকেট খেলার শপথনি।"

বিরাটের সাফল্য ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে খেলার পর অধিনায়ক হিসেবে দেশের হয়ে অনূর্ধ -১৯ বিশ্বকাপ জিতেছেন। এরপর ২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ডাম্বুলায় দেশের হয়ে অভিষেক। ধাপে ধাপে নিজেকে প্রতিদিন ঘষামাজা করে উন্নতি করেছেন। দেশের হয়ে বাইশ গজে ১ দশক কাটানোর পর বিরাটের ঝুলিতে এখন ৪৩টি ওডিআই শতরান, টেস্টে ২৫টি শতরান রয়েছে। দেশের জার্সিতে ৩ ফর্ম্যাট মিলিয়ে রয়েছে ২০ হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রান।

ইসরোর কৃতিত্বে গর্বিত সচিন তেন্ডুলকর, কী বললেন মাস্টার ব্লাস্টার

চন্দ্রযান দুই-র অভিযান আপত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও ইসরোর কৃতিত্বে গর্বিত মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। তিনি মনে করেন যে আগামী দিনে ইসরো শুধু চাঁদ নয়, মহাকাশের অন্যান্য ছায়াপথ-সৌরজগতেও পৌঁছে যাবে। এক টুইট বার্তায় ১৯৮৪ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে রাকেশ শর্মার মহাকাশ যাত্রার প্রসঙ্গ টেনেছেন সচিন তেন্ডুলকর। ওই অভিযানের পর রাকেশ শর্মাকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রশ্ন করেছিলেন, মহাকাশ থেকে ভারতকে দেখতে কেমন লাগে। উত্তর পেয়েছিলেন, "সারে জাহান সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা"। ইসরোর কৃতিত্বও কোনও অংশে কম নয় বলেও মনে করেন সচিন তেন্ডুলকর। উল্লেখ্য চন্দ্রযান দুই-র ল্যান্ডার চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরে থাকার সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। রবিবার ওই ল্যান্ডারটিকে অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেলেও, সেটির সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। যদিও ল্যান্ডারটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 9 September, 2019, Monday আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২২ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাম জেঠমালানির প্রয়াণে শোক প্রকাশ মমতা ও চন্দ্রশেখর রাওয়ের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাম জেঠমালানির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও।

ট্যুইটারে নিজের শোকবার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, বরেণ্য আইনজীবী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাম জেঠমালানির প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। দিল্লিতে গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তাঁর পরিবারের সদস্য, বন্ধুজন এবং অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা রইল।

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। রাম জেঠমালানির কর্মজীবনের স্মৃতিচারণা করেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের সিন্ধ প্রদেশের শিখড়পুরে জন্মগ্রহণ করেন রাম জেঠমালানি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে আইনে স্নাতক। ১৮তে কনিষ্ঠতম আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন দেশের আইনব্যবস্থার এক সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ১৯৫৯ সালে কে এম নানাবতী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর জীবনে প্রথম উল্লেখজনক মামলা। পরবর্তীকালে স্কট এক্সচেঞ্জ দুর্নীতি মামলায় হর্ষদ মেহেতা, কেতন পারেকের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছিলেন তিনি। এমনকি আফজল গুরুর হয়েও সওয়াল করেছিলেন। এর পাশাপাশি জেসিকা লালা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত মণু শর্মার পক্ষে আদালতে লড়াই করেছিলেন।

সাক্ষরতা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। সারা রাজ্যের সাথে বিলোনীয়াতেও উদ্‌যাপন করা হয় ৫৩তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাক্ষরতলা সমিতির উদ্যোগে বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে বিকেল তিনটায় এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। শুরুতে সাক্ষরতার পতাকা উত্তোলন করেন বিএসি চেয়ারম্যান গৌরি বাংকর রিয়াং। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শুক্লা দেব সরকার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পরই উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। আয়োজিত অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সুরেশ চন্দ্র দাস।

বাধারঘাটে উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাসের প্রচারে রবিবার এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িগুলিকে রক্ষায় বউবাজারে শুরু মাটি শক্ত করার কাজ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বউবাজারের ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িগুলিকে রক্ষায়, মাটি শক্ত করার কাজ শুরু করল মেট্রোঊ রবিবার গৌর দে লেন থেকে শুরু হল এই কাজঊ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই গৌর দে লেনের ৬ টি বাড়িকে ক্ষতিগ্রস্থ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই ভাবে গ্রাউটিং-এর কাজ শুরু হল বউবাজার চত্বরের দুর্গাপাতুরি লেনে ও স্যাকরা পাড়া লেনে।

যাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি গুলি আর ভেঙে না পরে তারজন্যই শক্ত করা হচ্ছে মাটিঊ এই পদ্ধতি শুরু হয়েছে মাটিতে গর্ত করেঊ মাটি ফুটো করে মেশিনের সাহায্যে সিমেন্ট, সোডিয়াম, সিলিকেট ও অন্যান্য কেমিকেল দিয়ে করা হচ্ছে গ্রাউটিং বা মাটি শক্ত করার কাজ।

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে আগেই বাড়ি খালি করাতে বলা হয়েছিল বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যেই আজ সকালেই বাড়ি ছেড়েছেন বাসিন্দারাঊ কেএমআরসিএল সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রথমেই চিনিত করা এলাকার বিপজ্জনক অংশগুলি ভেঙে ফেলা হবে। সেই সঙ্গে চলবে গ্রাউটিং-এর কাজ।

সিঙ্গুরকে সামনে রেখেই দলকে চাঙ্গা করতে চলেছে সিপিএম

বাঁকুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে সিঙ্গুরই হাতিয়ার সিপিএম-এর। দলের যুব সংগঠনকে সামনে রেখে দলকে চাঙ্গা করতে সিঙ্গুরকে সামনে রেখে মাঠে নামছে সিপিএম। এই লক্ষ্যে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর যৌথভাবে 'সিঙ্গুর থেকে নবান্ন' অভিযানের ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। ১৩ সেপ্টেম্বর নবান্ন গিয়ে পৌঁছাবেন সংগঠনের সদস্যরা। সারা রাজ্য থেকে ছাত্র যুব সমাবেশ করা হবে সিঙ্গুরে। সেখান থেকে তাঁরা পৌঁছাবেন নবান্নে। সেখানে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাদের দাবিপত্র দেওয়া হবে। তারই প্রস্তুতি সভা হল বড়জোড়ায়। এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদী ছাত্রী ও এসএফআই নেত্রী গীতশ্রী সরকার, যুবনেতা দেবীপ্রসাদ রায়, ছাত্রনেতা সুজয় পাল সহ অনেকে। লোকসভা নির্বাচনের আগে গীতশ্রী সরকার সারা দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠের জোরে। তাঁর দেওয়া স্লোগান রীতিমতো ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। সেই শ্লোগানের অনুকরণ হয়। গীতশ্রী সরকার এদিন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'পড়াশুনার খরচ কমাও, কারখানা করো, বেকারদের কাজ দাও - না হলে উপযুক্ত বেকার ভাতা দাও।' তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠের বক্তব্য শুনতে এদিন বিকালে বড়জোড়া চৌমাথা মোড়ে বহু মানুষ জড়ো হয়ে যান। বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে যেসব কলকারখানা বন্ধ রয়েছে এবং ট্রান্স দামোদর কোলিয়ারি খোলার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে সেগুলি খোলারও দাবি জানান। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে জনবিরোধী ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারকে ''ছাত্র-যুব বিরোধী'' বলে আখ্যা দেন। এই সরকারের হাত থেকে জনগনকে মুক্তি দিতে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

শিক্ষক ও ছাত্রীর সম্পর্কের নিরিখে 'তবুও নৈঃশব্দ থাকুক'

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আমাদের জীবনে প্রত্যেকেরই শিক্ষকের অবদান অন্যতমঊশিক্ষকের সাথে একজন শিক্ষার্থীর শুধু পেশাগত সম্পর্ক নয়ঊঅনেক সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়ঊতাই এবার এক শিক্ষক ও ছাত্রীর জীবন কাহিনী নিয়ে আসতে চলেছে পরিচালক অর্জুনের নতুন ছবি 'তবুও নৈঃশব্দ থাকুক'।

ছবির গল্প অনুযায়ী,ছাত্রী গানের জগতে নাম করতে চায়। গানের মাধ্যমেই নিজের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার রাস্তাটা পরিষ্কার করে রাখতে চায় সে। আর তার জন্য এক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীর কাছে গান শিখতে চায়। অবশেষে সেই শিক্ষকের সঙ্গে দেখা, গান শেখা। এর পাশাপাশি শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রীর সম্পর্কের ওঠাপড়া নিয়ে এগোবে ছবির গল্পঊছবিতে দেখা যাবে পরিচালক দেবাশিস সেনশর্মা,জয়িতা রক্ষিত, দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরও অনেককেঊ মহালয়ার আগেই মুক্তি পাবে 'তবুও নৈঃশব্দ থাকুক'।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। ফাঁসিতে আত্মঘাতি হয়েছে ব্রজপুর নবীনগর এলাকায় এক ব্যক্তি। তার নাম প্রদীপ চন্দ্র দাস। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে। তার বয়স পঞ্চাশ। ঘটনার খবর পাওয়া যায় রবিবার সকালে। ওইদিন রাতে একই এলাকায় শ্বশুড়বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফেরে আসে। তার নিঝ ঘরেই তীরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে নামিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ময়না তদন্তের পর মৃত প্রদীপ চন্দ্র দাসের দেহটি তার আত্মীয়ের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ মৃত্যুর একটি অস্বাভীক মামলা নিয়েছে বলে জানা গেছে।

বিতর্ক উড়িয়ে প্রকাশ্যে "গুমনামী"

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের অন্তর্ধান রহস্যকেই কেন্দ্র করে তৈরী হচ্ছে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'গুমনামি'ঊতবে, সৃজিতের 'গুমনামি' নিয়ে বিতর্কের শেষ নেইঊ তবে,সেসব বিতর্ক উড়িয়ে দিয়ে অবশেষে রবিবার প্রকাশ্যে এলো ''গুমনামী''-র পোস্টার। ১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট শেষবারের মতো প্রকাশ্যে দেখা যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। একটি বিমানে চড়েছিলেন তিনি। ইতিহাস বলে, ভেঙে পড়েছিল সেই বিমান, অথচ বিমানের ধ্বংসাবশেষ অথবা নেতাজীর দেহ উদ্ধার হয় নি কখনও।সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী সেদিনই মৃত্যু ঘটেছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসেরঊ তার পর থেকে বহু মানুষ বহুবার দাবি করেছেন, বেঁচে আছেন ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের সুদক্ষ নেতৃত্বে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ উত্তরপূর্বের প্রগতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার ৩৭ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এন ই সিএর ৬৮তম বৈঠকে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। এতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্ক'তিক জগতে এই অ'লের পরিচিতি বেড়েছে। দেশের বাকি অংশের সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আর্থিক, পরিকাঠামোগত, কর্মসংস্থান, শিল্প ও সংস্ক'তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও ব'দ্ধি পেয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজী তথা এন ই সিক্ষ্মর চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানাই। আমার দ'ঢ় বিশ্বাস তাঁর সুদক্ষ নেত'ত্বে উত্তর-পূর্বা'লের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সমূহ এই অ'লের প্রগতি ও সম'দ্ধি বয়ে আনবে।

আমি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ডোনার মন্ত্রী ড. জীতেন্দ্র সিংজীর প্রতি খবই ক'ত' যিনি উত্তর-পূর্বা'লের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে আসছেন। কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর মূল্যবান সাহায্য এই অ'লের ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বদাই রয়েছে। ত্রিপুরা সরকার বিশ্বাস করে যে তিনটি নীতিতে সেগুলি হচ্ছে কাজ, সংস্কার ও পরিবর্তন। অর্থাৎ আগামী তিন বছরে রাজ্যকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। বিগত ১৭ মাসে রাজ্যের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে ত্রিপুরা সরকার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলি হচ্ছে ঃ এই প্রথম রাজ্য সরকার এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (এফ সি আই) যৌথভাবে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচিতে ২০১৮-১৯ বছরে প্রতি কেজি ১৭.৫০ টাকা মূল্যে ১০,৪০৬ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০ বছরে ১৬,৪৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। গত বছর 'ক্যুইন আনারস'-কে মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজ্য ফল হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর এই আনারস বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্য ছাড়াও দুবাই ও কাতার-এর মতো আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছেছে। ২০১৯ সালে ৩৫০০ মেট্রিক টন 'কুইন ও কিউ' আনারস বাইরের রাজ্যে এবং ৩০০ মেট্রিক টন আনারস দুবাই এবং বাংলাদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। আনারস চাষ ও বাজারজাতকরণের জন্য চাষীরা এখন সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে।

বনায়ণ ও সড়কের সৌন্দর্যায়নে রাজ্য সরকার ৮৫৩ কিমি জাতীয় সড়ক সহ ১৩,১২০ কিমি রাস্তার জন্য রোডসাইড বিউটিফিকেশন এণ্ড প্ল্যান্টেশন অব ট্রিজ (আর বি পি টি) নামে নতুন প্রকল্প তৈরী করেছে। প্রথম ধাপে আগরতলার বাধারঘাট এবং সাবমের মধ্যে ১২৫ কিমি সড়কের পাশে গাছ লাগানোর কাজ আগামী মাসের মধ্যেই শেষ করা হবে। রাস্তার পাশের গাছের পরিচর্যা করার ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষা নিয়ে আলোচনাচক্র কাঁথিতে

কাঁথি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ''সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষা''- শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হল কাঁথিতে। রবিবার কাঁথি পিপলস ফোরামের উদ্যোগে কাঁথি শহরের জুনপুট মোড় পার্শবর্তী ময়দানে আয়োজিত সভায় প্রাক্তন সাংসদ ও আইনজীবী সর্দার আমজাদ আলি বলেন, 'ভারতবর্ষের মানুষকে সম্মিলিত হয়ে অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। রাজ্যে ও দেশে খুন হচ্ছে, লুন্ঠন হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে। কিন্তু এ গণতন্ত্র কিসের? শাসক-শোষকের কাছ থেকে আমাদের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

এদিনের আলোচনাচক্রে আইনজীবী সর্দার আমজাদ আলি আরও বলেন, 'গণতন্ত্রের যারা সাধক, তাঁদের কাছে আমাদের কি অধিকার ভিক্ষা চাইতে হবে? শান্তিপূর্ণ পরিবেশই হল গণতন্ত্র। সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা সঙ্গে না নিলে গণতন্ত্র বাঁচে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখেই শুধু গণতন্ত্রের কথা বলে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু গণতন্ত্র কোথায়? আজকে দেশের অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কিছু প্রতিবাদ কিংবা সরকারের সমালোচনা করলেই দেশদ্রোহী। তাই গণতন্ত্রকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরি করে দিয়ে হিন্দু বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করা যায় না।মুসলমানদের ভাতা দিয়ে ও হজ করার নামে টাকা দিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। তাই আপনার মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা মানায় না।' এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মেয়র তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এ রাজ্যে আমাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তাহলে এটা কি প্রকৃত গণতন্ত্র! বর্তমানে ভারতবর্ষের তিনজন তরুণ আইএস পদত্যাগ করেছে। তাঁরা বলছে দেশে গণতন্ত্র আর নেই।' তিনি আরও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতবর্ষের মানুষের মজ্জাগত। ভারতবর্ষ হল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক ন্যায়, অর্থনৈতিক ন্যায়ের উপর হস্তক্ষেপ করা যায় না। ভারতবর্ষে শুধুই মুসলমানরা আক্রান্ত নয়, দলিতরাও দিকে দিকে আক্রান্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনও দল রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করেনি। ছয়ের পাতায় দেখুন

গরু বোঝাই গাড়ি উল্টে মৃত ১

বাঁকুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হাট থেকে গরু নিয়ে যাওয়ার পথে গাড়ি উল্টে মৃত্যু হোল এক আরোহীর। রবিবাসরীয় সকালে তালডাংরা থানা এলাকার চেচুড়িয়া ইকো পার্কের সামনে বিবড়দা-শিবডাঙা রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ মনসুর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাইপুরের হলুদকানালীতে প্রতি রবিবার হাট বসে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদিও হাটে কেনাবেচা হয়। বিশেষ করে গরু কেনাবেচা করার জন্য বহু মানুষ আসেন হাটে। এদিন খুব সকালেই গরু কেনার জন্য মনসুর কয়েকজনের সঙ্গে হাটে হাজির হয়। হাট থেকে গরু নিয়ে একটি পিক আপ ভ্যানে করে বিষ্ণুপুরের বেলিয়াড়ার উদ্দেশ্য রওনা দেন তাঁরা। পথমধ্যে বিবড়দা-শিবডাঙা রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গাড়ির আরোহীরা গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। মাথায় আঘাত লাগে মনসুরের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে তালডাংরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তালডাংরা থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

গৃহবধুকে গণধর্ষণের অভিযোগ স্বামীর বন্ধুদের বিরুদ্ধে, গ্রেফতার স্বামী

সোনারপুর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এক গৃহবধূকে ঘরে আটকে রেখে টানা দু''দিন ধরে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল তাঁর স্বামীর দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে। স্বামীর মদতেই সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে বলে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার সকালে অভিযুক্ত স্বামী উজ্জ্বল দে'কে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

বছর খানেক আগে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার এই তরুণীর সাথে মধ্যমগ্রামের যুবক উজ্জ্বল দে''র বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বিভিন্নভাবে উজ্জ্বল তার স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ওই গৃহবধূ বাপের বাড়িতে চলে আসেন কয়েক মাসের মধ্যেই। স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স চেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাও করেন। সেই মামলার শুনানি চলছে কলকাতা উচ্চ আদালতে। অভিযোগ, গত বুধবার সেই ডিভোর্স সংক্রান্ত মামলার জন্য স্ত্রী-কে আদালতে ডেকে পাঠায় উজ্জ্বল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখার পর তাকে এক উকিলের বাড়িতে গিয়ে সই করে আসতে বলে স্বামী। আর সেই কারণে নিজের দুই বন্ধুর সঙ্গে একটি ট্যাক্সিতে করে সোনারপুর এলাকায় যেতে বলা হয় ওই গৃহবধূকে। অভিযোগ, এরপরই তার স্বামীর দুই বন্ধু ওই মহিলাকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে এসে সোনারপুরের একটি বাড়িতে দুদিন আটকে রাখে। সেখানে তাঁকে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করা হয় বলেও অভিযোগ। কাউকে কিছু বললে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতে তাঁকে সোনারপুর থেকে ক্যানিংয়ে নিয়ে যায় তাঁর স্বামীর দুই বন্ধু। সেখানে তাদের হাত থেকে বাঁচতে ওই গৃহবধূ স্টেশন চত্বরে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান। পরে তিনি ক্যানিং রেলপুলিশের কাছে পুরো বিষয়টি জানান। সেখান থেকে রেলপুলিশ ওই মহিলাকে সোনারপুর জিআরপি-তে নিয়ে আসে। সবকিছু শোনার পর সোনারপুর জিআরপি তাকে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেন। সেইমতো ওই গৃহবধূ সোনারপুর থানায় স্বামী ও তার দুই বন্ধুর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শনিবার। তিনি বলেন, 'আমাকে পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছিল ওই দুই যুবক। বলেছিল, চিৎকার করলে মেরে ফেলবে। সেজন্য রাস্তায় চিৎকার করতে পারিনি।' ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে তার স্বামী উজ্জ্বল দে'কে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।